



বায়ান্নর দিনগুলো

— শেখ মুজিবুর রহমান



➡ এ গল্পের বিন্যাস

শিক্ষার্থীগণ! সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি মুখস্থনির্ভর নয়, পাঠ্যবইনির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার পূর্বে গল্পটির শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা একান্ত আবশ্যিক।

➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

✱ শিখন ফল.....	৪
✱ পাঠ পরিচিতি.....	৪
✱ লেখক পরিচিতি.....	৪
✱ উৎস পরিচিতি.....	৫
✱ বস্তুসংক্ষেপ.....	৫
✱ নামকরণ.....	৫
✱ শব্দার্থ ও টীকা.....	৬
✱ বানান সতর্কতা.....	৬

➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

✱ অনুশীলনের প্রশ্নোত্তর.....	৭
✱ মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর.....	৮
✱ টেক্সট বুক এনালাইসিস.....	২০
ক. জ্ঞানমূলক.....	২০
খ. অনুধাবনমূলক.....	২২
✱ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• অনুশীলনের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
• মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর.....	২৪
খ. বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর.....	২৭
গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর.....	৩১

➡ রিভিশন অংশ (Revision)

✱ বাড়ির কাজ.....	৩২
✱ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা.....	৩২

➡ পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

✱ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক-৩৩

➡ পাঠ সহায়ক অংশ (Supplement)

সৃজনশীল পদ্ধতি মুখস্থনির্ভর বিদ্যা নয়, পাঠ্যবই নির্ভর মৌলিক বিদ্যা। তাই অনুশীলন অংশ শুরু করার আগে গল্প/কবিতার শিখন ফল, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচিতি, উৎস পরিচিতি, বস্তুসংক্ষেপ, নামকরণ, শব্দার্থ ও টীকা ও বানান সতর্কতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি উপস্থাপন করা হয়েছে। এসব বিষয়গুলো জেনে নিলে এ অধ্যায়ের যেকোনো সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব হবে।

✱ শিখন ফল

- অধিকার আদায়ে ধর্মঘট সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
- রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে অনশন সম্পর্কে জানবে।
- তৎকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে।
- আমলাদের দায়িত্ব পালন ও রাজবন্দিদের পরামর্শ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
- অনশনের প্রকৃতি ও ফলাফল সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে।
- অনশন ভাঙাতে আমলাদের কৌশল অবলম্বন সম্পর্কে জানতে পারবে।
- জ্যেষ্ঠ রাজনীতিকের উদ্দেশ্যে জেল থেকে লেখা চিঠি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- স্বামীর জন্য রেণুর ব্যাকুলতা জানতে পারবে।
- শাসকগোষ্ঠী সাধারণ জনগণের মজল চায় না এ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে।
- জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শাসকরাও ভয় পায় সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- ভাষা রক্ষায় শ্লোগান এবং সরকারি গুলিতে শহিদ হওয়া সম্পর্কে জানতে পারবে।
- খবর প্রকাশের মাধ্যমসমূহ জানবে।
- ২১শে ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি লাভ সম্পর্কে জানতে পারবে।
- শেখ হাসিনা ও শেখ কামালের শিশুসুলভ আচরণ বিশদ ধারণা লাভ করবে।
- সন্তানদের প্রতি রাজনৈতিক বাবার আচরণ সম্পর্কে জানতে পারবে।

✱ পাঠ-পরিচিতি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের “বায়ান্নের দিনগুলো” তাঁর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ (২০১২) গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী ও সহধর্মিণীর অনুরোধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দি থাকা অবস্থায় এই আত্মজীবনী লেখা আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি থেকে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় ঢাকা সেনানিবাসে আটক থাকায় জীবনী লেখা বন্ধ হয়ে যায়। জীবনীটিতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে। যৌবনের অধিকাংশ সময় কারা প্রকোষ্ঠের নির্জনে কাটলেও জনগণ-অন্তপ্রাণ এ মানুষটি ছিলেন আপসহীন, নির্ভীক। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, গভীর উপলব্ধি ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ তিনি এ গ্রন্থে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

“বায়ান্নের দিনগুলো” রচনায় ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে বৎসরের পর বৎসর রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে লেখক অনশন ধর্মঘট করেন। স্মৃতিচারণে ব্যক্ত হয়েছে অনশনকালে জেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও আচরণ, নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের কাছে বার্তা পৌঁছানোর নানা কৌশল ইত্যাদি। স্মৃতিচারণে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাত্রজনতার মিছিলে গুলির খবর। সেই সঙ্গে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যু অত্যাশঙ্ক জেনে পিতামাতা-স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ভাবনা এবং অবশেষে মুক্তি পেয়ে স্বজনদের কাছে ফিরে আসার স্মৃতির হৃদয়স্পর্শী বিবরণও পরিস্ফুট হয়েছে সংকলিত অংশে।

✱ লেখক পরিচিতি

নাম	শেখ মুজিবুর রহমান। ডাক নাম : খোকা।
উপাধি	বঙ্গবন্ধু, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি, জাতির জনক।
পিতৃ ও মাতৃ পরিচয়	পিতা : শেখ লুৎফর রহমান মাতা : সায়েরা খাতুন।
জন্ম পরিচয়	জন্মতারিখ : ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্মস্থান : বৃহত্তর ফরিদপুর, বর্তমানে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায়।
শিক্ষাজীবন	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাস করেন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অধ্যয়ন করেন।

রাজনৈতিক জীবন	১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৩ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, নির্বাচন পরবর্তী অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি।
সাহিত্য সাধনা	অসমাপ্ত আত্মজীবনী।
পুরস্কার	১৯৭৩ সালে ‘জুলিও কুরি’ পদকে ভূষিত হন।
ইন্তেকাল	১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কতিপয় বিপথগামী সেনাসদস্যের হাতে সপরিবারে শহীদ হন।

✱ উৎস পরিচিতি

জাতির জনক ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ২০১২ গ্রন্থ থেকে ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ সংকলিত হয়েছে। যা তিনি ১৯৬৭ সালে ঢাকা জেলে রাজবন্দি থাকা অবস্থায় লেখেন এবং যাতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে।

- ✱ **বস্তুসংক্ষেপ :** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দীনকে ঢাকা কেন্দ্রীয় জেলখানা থেকে ফরিদপুর জেলখানার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁরা ঠিক করে অনশন করবেন এবং মৃত্যু এলেও অনশন ভাঙবেন না। অতঃপর নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চে করে গোয়ালন্দ ঘাটে আসেন এবং এখান থেকে ট্রেনে তাদের ফরিদপুর জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে তাঁদের অনশন ভাঙানোর চেষ্টা করা হয় এবং নাক দিয়ে নল ঢুকিয়ে তরল খাবার খাওয়ানো হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করলে পুলিশের গুলিতে বেশ কয়েকজন ছাত্র শহিদ হন। খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা পূর্ব পাকিস্তানে। জেলখানায় বসে বঙ্গবন্ধুও সে খবর পান। পরে মুক্তির শর্তে তিনি অনশন ভাঙেন। গ্রামে-গঞ্জে খবর পৌঁছে গেলে হাটবাজারেও হরতাল শুরু হয়। সাধারণ জনগণ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলার সাহস পায় না। দেশের মানুষ বুঝতে পারে বিজাতীয় শাসকরা কখনো এদেশের জনগণের মজল চায় না।

✱ নামকরণ

ক্যাভেন্ডিস যথার্থই বলেছেন, "A beautiful name is better than a lot of wealth". অর্থাৎ একটি সুন্দর নাম প্রচুর ধন-সম্পত্তির চেয়েও উত্তম। যেকোনো সাহিত্যের নামকরণে বেশ কয়েকটি পন্থা অনুসরণ করা যায়। ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে নামকরণ করা হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়কার বর্ণনা করেছেন। ভীষণ দামাল সেই দিনগুলোতে একজন রাজবন্দির ধর্মঘট, অনশন, যুক্তি, আন্দোলন, সরকারি আমলাদের কর্মকাণ্ড, ভাষা আন্দোলনে শহিদ আন্দোলন আরো জোরদার হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে। যেহেতু এখানে ১৯৫২ সালের দিনগুলোর কথাই ব্যক্ত হয়েছে, সুতরাং এই সাহিত্যকর্মের নাম ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে।

✱ প্রেক্ষাপট

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ মূলত ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা।

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন, অনশন, ধর্মঘট ইত্যাদি চলতে থাকে। শাসকগোষ্ঠী এতদসত্ত্বেও বারবার ঘোষণা দেয়, "Urdu and only urdu shall be the state language of Pakistan." এই ঘোষণার প্রতিবাদে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙা করলে পুলিশ মিছিলে গুলি করে বেশ কয়েকজনকে হত্যা করে। তাছাড়া শেখ মুজিব, মহিউদ্দীনের মতো রাজনীতিকদের জেলে বন্দি করে রাখা হয়। অথচ সাধারণ জনগণের আন্দোলনের মুখে অবশেষে বাংলা-ই হয় রাষ্ট্রভাষা।

✱ শব্দার্থ ও টীকা

- অনশন ধর্মঘট — কোনো ন্যায্য দাবি পূরণের লক্ষ্যে একটানা আহার বর্জনের সংকল্প।
- সুপারিনটেনডেন্ট — তত্ত্বাবধায়ক (superintendent)।
- ডেপুটি জেলার — উপ-কারাধ্যক্ষ।
- মহিউদ্দিন — মহিউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৯৭)। রাজনীতিবিদ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বে ও পরে প্রায় সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে দীর্ঘকাল কারাভোগ করেন তিনি। ১৯৭৯-১৯৮১ কালপর্বে তিনি জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় উপনেতা ছিলেন।
- বেলুচি — পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের লোক।

‘ইয়ে কেয়া বাত... মে’	— এ কেমন কথা, আপনি জেলখানায়।
ভিক্টোরিয়া পার্ক	— ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার নামে ঢাকার সদরঘাট এলাকায় প্রতিষ্ঠিত উদ্যান। বর্তমান নাম বাহাদুর শাহ পার্ক।
পুরিসিস	— বক্ষব্যাধি।
রেণু	— বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও দুঃসময়ের অবিচল সাথি।
নূরুল আমিন	— ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রজনতার ওপর গুলিবর্ষণের জন্য দায়ী তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরোধিতাকারী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নূরুল আমিন পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।
আমলাতন্ত্র	— রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সরকারি কর্মচারীদের কর্তৃত্বমূলক ব্যবস্থা।
আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ	— গণআজাদী লীগ নেতা। ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রেখেছেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।
খয়রাত হোসেন	— রাজনীতিবিদ। ১৯৩৮-১৯৪৭ পর্যন্ত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিলর। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নাজিমুদ্দীন সরকারের গণবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১৯৪৮-এ মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।
খান সাহেব ওসমান আলী	— নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগের তৎকালীন বিশিষ্ট নেতা। তিনি আইন সভার সদস্য (এমএলএ) ছিলেন।
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	— বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তৎকালীন সংগঠক। ১৯৭৫-এ সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর ষড়যন্ত্রমূলক ও মর্মান্তিক হত্যায় গোপন সমর্থন ও সহায়তার জন্য নিন্দিত।
ছোট ভাই	— বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ নাসের।
হাসিনা, হাসু	— বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা।
কামাল	— বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল।
রেডিওগ্রাম	— বেতারবার্তা (radiogram)।
প্রকোষ্ঠ	— ঘর বা কুঠরি।

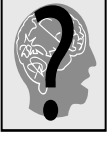
✱ বানান সতর্কতা

প্রস্তুত, ভাঙব, সুপারিনটেনডেন্ট, বিরুদ্ধে, বৎসর, মনোমালিন্য, অমায়িক, শ্রদ্ধা, কিসমত, ভিক্টোরিয়া, কর্তৃপক্ষ, ব্যারাক, পুরিসিস, পরিষকার, হ্যান্ডকাফ, প্যালপিটশন, আমলাতন্ত্র, রাজত্ব, মুহূর্ত, রেডিওগ্রাম, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যবস্থা, স্ট্রচার, প্রেসক্রিপশন, সহ্য, গোষ্ঠী, বাঙালি।

➡ অনুশীলন অংশ (Practice)

উদ্দীপক ১ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বর্ণবাদ, বৈষম্য আর নিপীড়নের কারণে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক সময় ফুঁসে ওঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষগুলো। এদের পুরোধা ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। আন্দোলন নস্যাত করতে শুরু হয় নির্যাতন। তাঁকে পুরে দেয়া হয় জেলে। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় তাঁকে। পাথর ভাঙার মতো সীমাহীন পরিশ্রমের কাজ করতে গিয়ে একসময় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু এ সময় এ পাষণ্ড হৃদয়ের মানুষগুলোর পাশাপাশি কিছু ভালো মনের মানুষও ছিলেন সেখানে যাদের ভালোবাসা, মমত্ববোধ আর সেবায় সিক্ত হয়েছেন তিনি। অবশেষে দীর্ঘ ২৭ বছর কারাভোগের পর তাঁর মুক্তি মেলে।



- ক. “বায়ান্নর দিনগুলো” রচনায় বর্ণিত মহিউদ্দিন সাহেব কোন রোগে ভুগছিলেন? ১
- খ. “মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে”— লেখক এ কথা বলেছিলেন কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে “বায়ান্নর দিনগুলো” রচনায় লেখকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধর। ৩
- ঘ. প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও চেতনাগত ঐক্যই নেলসন ম্যান্ডেলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একসূত্রে গেঁথেছে— ৪
উদ্দীপক ও “বায়ান্নর দিনগুলো” রচনার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- পুরিসিস রোগে ভুগছিলেন।

খ অনুধাবন

- বিশ্বের ইতিহাসে কোনো শাসকই ভাষার জন্য আন্দোলনকারীদের হত্যা করেনি। অথচ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ কাজ করে অপরিণামদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছে। এজন্যই লেখক বলেছিলেন, “মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।”
- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যখন বার বার ঘোষণা করছিল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তখন বাঙালিরা প্রতিবাদ করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের প্রস্তুতি নিলে শাসকগোষ্ঠী ১৪৪ ধারা জারি করে। বাঙালিরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলে গুলি করে কয়েকজনকে হত্যা করে। ফলে এ আন্দোলন আরো চরম আকার ধারণ করে। সাধারণ জনগণ আন্দোলনে সমর্থন ও যোগদান করে। রাজবন্দিদের মুক্তি চেয়ে সশ্রম দেয়া হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, শ্রোগান দেয়া হয়। অবশেষে শাসকগোষ্ঠী রাজবন্দিদের মুক্তি ও বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ, লেখক প্রমাণ করেছেন, মানুষ হত্যা ছিল শাসকগোষ্ঠীর ভুল— যার জন্য তাদের পতন হয়।

গ প্রয়োগ

- ‘বায়ান্নর দিনগুলো’র লেখক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাসকদের শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে বন্দি হন এবং কিছু মানবিক মানুষের সহযোগিতা ও ভালোবাসা পান। যেটি নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- ‘বায়ান্নর দিনগুলো’তে শেখ মুজিবের জেলজীবন ও মুক্তি লাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী লেখকসহ অনেককে রাজবন্দি হিসেবে জেলে বন্দি করে। এমতাবস্থায় লেখক অনশন করেন। ক্রমশ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন সিভিল সার্জনসহ বেশকিছু আমলা তাকে অনশন ভাঙতে বোঝান এবং মমত্ববোধ ও ভালোবাসা প্রদর্শন করেন। অবশেষে দুই বছর তিনমাস পর তাঁর মুক্তি মেলে।
- উদ্দীপকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের পুরোধা নেলসন ম্যান্ডেলার কারাজীবন বর্ণিত হয়েছে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন নস্যাত করতে শাসকগোষ্ঠী ম্যান্ডেলাকে জেলে পাঠায় এবং নির্যাতন করে। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কিছু ভালো মনের মানুষের ভালোবাসা ও সেবা পান। এরপর ২৭ বছর কারাভোগের অবসান ঘটে। শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন, কারাভোগ, বন্দি অবস্থায় সেবা পাওয়া এবং দীর্ঘদিন পর মুক্তির বিষয়গুলো উদ্দীপকের ম্যান্ডেলা এবং ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ এর লেখকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- নেলসন ম্যান্ডেলা ও বঙ্গবন্ধুর আন্দোলনের প্রেক্ষাপট যথাক্রমে বর্ণবৈষম্য ও ভাষার দাবি—এদিক থেকে তাদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। কিন্তু শাসকের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনের দিক থেকে দু’জনের মধ্যেই ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।
- ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান ভৌগোলিক ও ভাষাগত দিক থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। যেহেতু শাসকগোষ্ঠী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি তাই তারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার ঘোষণা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং মাতৃভাষা রক্ষার আন্দোলন চরমে ওঠে। এ সময় শাসক গোষ্ঠী অনেক রাজনীতিবিদকে কারাবন্দি করে। শেখ মুজিবও ছিলেন রাজবন্দিদের অন্যতম। তাঁকে প্রায় সাতাশ-আটাশ মাস কারাভোগ করতে হয়।
- উদ্দীপকে নেলসন ম্যান্ডেলার ২৭ বছর কারাভোগের উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কারাভোগ করেছেন বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন করে। কারাভোগ অবস্থায় তাঁকে পাথর ভাঙার মতো পরিশ্রমী কাজও করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি সেখানে অনেকের সেবা,

ভালোবাসা ও মমতা পেয়েছেন। এরপর তিনি মুক্তিও পেয়েছেন।

- উদ্দীপকের নেলসন ম্যাডোলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বিষয়ভিত্তিক দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও কর্মকাণ্ড ও ঘটনার দিক থেকে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। দু'জনই শোষকের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য বন্দি হন। কারা অভ্যন্তরে অনেকের সেবা-সহযোগিতা পান এবং দীর্ঘদিন পর মুক্তি পান।

➡ অতিরিক্ত অনুশীলন (সৃজনশীল) অংশ

উদ্দীপক ২ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

রানা প্লাজা ধসের পর ক্ষতিগ্রস্ত কিছু শ্রমিক তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য আন্দোলন করে আসছিল। পুলিশ এদের লাঠিপেটা করে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে যায়। এর মধ্যে শ্রমিক নেতা সাঈদও ছিল। সাঈদ জেলহাজতেই অনশন করে এবং বাইরে আন্দোলন ক্রমশ প্রকট আকার ধারণ করে। অবশেষে প্রশাসন সাঈদকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।



- ক. জেলের ভেতর শেখ মুজিবের সঙ্গে কে ছিলেন? ১
- খ. “আপনাদের সাথে আমাদের মনোমালিন্য হয় নাই।”—কাদের সাথে, কেন মনোমালিন্য হয়নি? ২
- গ. উদ্দীপকের সাঈদের সাথে ‘বায়ান্নের দিনগুলো’র কোন চরিত্রটির সাদৃশ্য রয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. ‘দাবি আদায়ে আন্দোলনের বিকল্প নেই’— উদ্দীপক ও ‘বায়ান্নের দিনগুলো’র আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- জেলের ভেতর শেখ মুজিবের সাথে মহিউদ্দিন আহমদ ছিলেন।

খ অনুধাবন

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদের সাথে জেল কর্তৃপক্ষের কোনো মনোমালিন্য হয়নি।
- ভাষা আন্দোলনের জন্য শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিনকে রাজবন্দি করা হয়। জেলের ভেতর তারা অনশন ধর্মঘট করলে সুপারিনটেনডেন্ট ও ডেপুটি জেলার তাদের অনশন ভাঙানোর চেষ্টা করেন। তখন তারা সুপারিনটেনডেন্ট ও ডেপুটি জেলারকে বলেন, আপনাদের বিরুদ্ধে তো অনশন করছি না। সরকার বিনা অপরাধে বছরের পর বছর আটকে রাখছে, তারই প্রতিবাদ করার জন্য অনশন করছি। সরকারের হুকুমেরই আপনাদের চলতে হয়। আপনাদের সাথে তাই আমাদের কোনো মনোমালিন্য নেই।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের সাঈদের সাথে ‘বায়ান্নের দিনগুলো’র শেখ মুজিবের চরিত্রটির সাদৃশ্য রয়েছে।
- ভাষা-আন্দোলন শুরু হলে শেখ মুজিবুর রহমান রাজবন্দি হিসেবে আটক হন। এরপর তিনি সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করেন, ঢাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয় এবং কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন। এদিকে বঙ্গবন্ধুর অনশন চলতেই থাকে। এরপর মুক্তির আদেশ এলে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।
- উদ্দীপকের সাঈদ অধিকার আদায়ে আন্দোলন করে এবং আটক হয়। জেলের ভেতর সে অনশন করে এবং পরবর্তীতে মুক্তি পায়। এসব ঘটনা বায়ান্নের দিনগুলোর শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং উদ্দীপকের সাঈদের সাথে বায়ান্নের দিনগুলোর শেখ মুজিবুর রহমানের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- আন্দোলন করতে গিয়ে আটক এবং পরবর্তীতে আন্দোলন জোরদার হলেই মুক্তি ও দাবি আদায় হয়। উদ্দীপক ও ‘বায়ান্নের দিনগুলো’ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে।
- ‘বায়ান্নের দিনগুলো’তে ভাষা-আন্দোলনের ফলে শাসকগোষ্ঠীর ভিত নড়ে ওঠে। এ আন্দোলনকে ঠেকাতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলে গুলি করলে শহিদ হন বেশক’জন। এছাড়া ও জেলহাজতে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ অনশন করেন। সব মিলিয়ে আন্দোলন জোরদার হয়।
- উদ্দীপকের গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণের ন্যায্য দাবি করে। দাবি না মানায় আন্দোলন করলে পুলিশ লাঠিপেটা করে কয়েকজনকে আটক করে। আটককৃতরা জেলে অনশন করে। ফলে আন্দোলন আরো বেগবান হয়।
- উদ্দীপক ও ‘বায়ান্নের দিনগুলো’তে প্রাথমিক আন্দোলনে শাসকের নির্যাতনের শিকার হয় সাধারণ মানুষ ও আন্দোলনকারীরা। অবশেষে আন্দোলন জোরদার হলেই কেবল দাবি আদায় হয়েছে। মুক্তি পেয়েছে বন্দিরা। অতএব, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দাবি আদায়ে আন্দোলনের বিকল্প নেই।

উদ্দীপক ৩ ➡ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী হল উদ্ভারে আন্দোলন করতে গেলে পুলিশি বাধার সম্মুখীন হয়। গোলযোগ চরম আকার ধারণ করলে তরিকুলসহ কয়েকজনকে পুলিশ আটক করে। পরের দিন ঢাকা থেকে বাগেরহাট জেলে নিয়ে যাওয়া হবে জেনে ইচ্ছে করে গড়িমসি শুরু করে তরিকুল। সে ভাবে রওনা দিতে দেরি হলে যদি পরিচিত কারো সাথে দেখা হয় তবে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা জানানো যাবে।



- ক. কবে ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিনকে ফরিদপুরের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয়? ১
- খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিনকে কেন নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়? ২
- গ. উদ্দীপকের তরিকুলের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. জেল থেকে স্থানান্তরের খবর শুনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ইচ্ছে করে দেরি করাটা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিনকে ফরিদপুরের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয়।

খ অনুধাবন

- সকাল এগারোটায় জাহাজ ধরতে না পারায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিনকে নারায়ণগঞ্জ ঘাট থেকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।
- ঢাকা থেকে ফরিদপুরে জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজে করে গোয়ালন্দ ঘাটে যেতে হয়। একটা জাহাজ ছিল সকাল ১১টায়। অন্যটি রাত ১টায়। সামান্য দেরি হওয়ায় ১১টার জাহাজ ধরতে না পারায় রাত ১টা পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিনকে নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

গ প্রয়োগ

- দাবি আদায়ে পুলিশের হাতে আটকা পড়া এবং ঢাকা জেল থেকে জেলা শহরে স্থানান্তর হওয়ার দিক থেকে তরিকুলের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা-আন্দোলনের সময় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে মহিউদ্দিনসহ তাকে ঢাকা থেকে সরিয়ে নেয়ার আদেশ এলে ফরিদপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা কোথায় যাচ্ছে তা অন্যান্য নেতাকর্মী যেন জানতে পারে সেজন্য তিনি ইচ্ছে করেই গোছগাছ হতে বেশি সময় নিচ্ছিলেন।
- উদ্দীপকের তরিকুল হল উদ্ভারের আন্দোলনে পুলিশের হাতে আটক হয় এবং তাকে শেখ মুজিবের মতোই জেলা শহরের জেলে স্থানান্তর করা হয়। তরিকুল ইচ্ছে করেই গোছগাছ হতে বেশি সময় নেয় যাতে করে তার পরিচিত কাউকে তার গন্তব্যস্থানের কথা জানাতে পারে। অতএব, বিষয় দুটির দিক থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তরিকুলের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- আকস্মিকভাবে জেল থেকে স্থানান্তরের খবর শুনে তাৎক্ষণিকভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নেন সময় বেশি নেয়ার যাতে করে পরিচিত কাউকে গন্তব্যস্থলের কথা জানানো যায়। সিদ্ধান্তটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপস্থিত—বুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে।
- ১৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিনকে ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত এলে বঙ্গবন্ধু ভাবেন তারা কোথায় যাচ্ছে সেটা নেতাকর্মীদের জানানো দরকার। তাই তিনি তাঁর কাপড়চোপড়, বই-খাতা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি গোছগাছ করতে বেশি সময় নিলেন। আবার ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে এসেও খানিকটা দেরি করলেন যে পরিচিত কাউকে দেখা যায় কি-না।
- উদ্দীপকের তরিকুলকে যখন ঢাকা থেকে বাগেরহাটের জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয় সেও প্রস্তুত হতে ইচ্ছে করে দেরি করছিল যেন পরিচিতি কাউকে জানানো যায় যে, তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
- আমরা ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ এবং উদ্দীপকের চরিত্রে একই ধরনের উপস্থিত—বুদ্ধির পরিচয় পাই। যার মধ্যে তাদের উভয়েরই রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে। সুতরাং বলা যায়, জেল থেকে স্থানান্তরের খবর শুনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ইচ্ছে করে দেরি করাটা তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

উদ্দীপক ৪ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অধিকার আদায়ের আন্দোলন করতে গিয়ে রাজবন্দি হয় নজরুল। জেলের মধ্যে অনশন করলে তাঁকে প্রথমে অনশন ভাঙানোর জন্য বোঝানো হয়। এরপর নাকের মধ্যে নল ঢুকিয়ে তরল খাবার খাওয়ানো হয়। এভাবে ক্রমশ নাকের ভেতর ঘা হয়ে যায় নজরুলের। তবুও মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত অনশন ভাঙে না। তিনি আস্তে আস্তে অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েন।



- ক. অনশনের আগে শেখ মুজিব কী খেয়েছিলেন? ১
- খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেলেন কেন? ২
- গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নাকের মধ্যে নল দিয়ে খাওয়ানো উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. কারাবন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারানোর বিষয়টি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- অনশনের আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পেট পরিষ্কার করার ওষুধ খেয়েছিলেন।

খ অনুধাবন

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনশনরত অবস্থায় লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেয়েছিলেন। কারণ এতে কোনো ফুডভ্যালা ছিল না।
- অনশনরত অবস্থায় মহিউদ্দিন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হতে থাকে। এমতাবস্থায় তাঁদেরকে হ্যাডকাফ পরিয়ে নাকের ভেতর দিয়ে নল ঢুকিয়ে তরল খাবার খাওয়ানো হয়। তাঁদের নাকের ভেতর ঘা হয়ে যায়। ফলে তাঁরা ফুডভ্যালা নেই এমন খাবার হিসেবে কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতেন।

গ প্রয়োগ

- জেলে অনশনরত অবস্থায় জেল-কর্তৃপক্ষ জোর করে নাকের মধ্যে নল দিয়ে তরল খাবার খাওয়ায়। আর এর সাদৃশ্য আমরা উদ্দীপকেও দেখতে পাই।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অনশনরত অবস্থায় কারা-কর্তৃপক্ষ নাকের ভেতর নল দিয়ে তরল খাবার খাওয়ায়। কেননা, রাজবন্দিরা যেন মারা না যায়। মরতেও দেবে না আবার মুক্তিও দেবে না। এমতাবস্থায় নাকের মধ্যে ঘা হয়ে যায়। পরে ইচ্ছে করে তিনি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খান।
- উদ্দীপকের নজরুলকে প্রথমে কারা-কর্তৃপক্ষ অনশন ভাঙানোর চেষ্টা করেন। অকৃতকার্য হওয়ায় তাকে নাকের মধ্যে নল দিয়ে তরল খাবার খাওয়ানো হয়। অর্থাৎ যে-কোনোভাবে না খাওয়ালে বন্দি মারা যাবে। তাই শেষ পর্যন্ত নল দিয়ে খাওয়ানো হয়েছে। এদিক থেকে প্রবন্ধ ও উদ্দীপকের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- মুক্তির জন্য অনশন করার কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শারীরিক অবস্থার দিন দিন অবনতি হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর অবস্থা এমন হলো যে, তিনি আর বিছানা থেকে উঠতে পারলেন না।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ সালে কারাবন্দি অবস্থায় মুক্তির জন্য অনশন শুরু করেন। তিনি ও মহিউদ্দিন আমরগ অনশন করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁদের অবস্থা নাকাল হয়ে পড়ে। তাঁরা ফুডভ্যালা নেই এমন খাবার যেমন- লেবুর রস দিয়ে লবণ মেশানো পানি খেতেন। তবে কারা কর্তৃপক্ষ তাঁদের নাকের ভেতর নল দিয়ে তরল খাবার খাওয়ায়। এতে তাঁদের নাকের ভেতর ঘা হয়ে যায় এবং তাঁরা আরো নিস্তেজ হয়ে পড়েন।
- উদ্দীপকের নজরুল আন্দোলনে আটক হলে এ অন্যায় আটক থেকে মুক্তি পেতে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। কারাকর্তৃপক্ষ তাঁকে নাক দিয়ে নল ঢুকিয়ে খাবার পেটে ভরে দেয়। তবুও তার শারীরিক অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর প্রতিজ্ঞা মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত অনশন ভাঙবেন না।
- উদ্দীপক ও ‘বায়ান্নর দিনগুলো’র কারাবন্দিদের শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতির বিষয়টি একসূত্রে গাঁথা। কেননা, ‘বায়ান্নর দিনগুলো’তে রাজবন্দি হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে-পন্থা অবলম্বন করেছিলেন উদ্দীপকের নজরুলও একই পন্থা অবলম্বন করেন। সুতরাং উদ্দীপকের নজরুলের নাকের ভেতরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের মতোই ঘা হয় এবং শরীর ক্রমশ এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, বিছানা থেকে ওঠার শক্তিও হারিয়ে ফেলেন।

উদ্দীপক ৫

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

সিরাজগঞ্জ জেলের ভেতর থেকেই হাবিব খবর পেলেন ঢাকায় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে। এদিকে জেলগেটে ছাত্র-ছাত্রী মিছিল করছে। “গণতন্ত্র মুক্তি পাক” এবং সরকারের পতন এবার হবেই ভেবে হাবিব মনে মনে বলে, এ ভুলের কারণেই শাসকচক্র ক্ষমতাচ্যুত হবে।



- ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হার্টের অবস্থা খারাপের জন্য কী হয়? ১
- খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গোপনে কয়েদিকে দিয়ে কাগজ আনালেন কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের গুলি খেয়ে মরার ঘটনাটি ‘বায়ান্নর দিনগুলো’র সাথে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ?—ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।”—কথাটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- বজ্রবন্দু শেখ মুজিবের হার্টের অবস্থা খারাপের জন্য নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয় এবং প্যালিপিটেশন হয়।

খ অনুধাবন

- কারাবন্দি অবস্থা এবং তাঁদের অবস্থান জানাতে বজ্রবন্দু শেখ মুজিব গোপনে কয়েদিকে দিয়ে কাগজ আনালেন।
- অনশনের কারণে শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিনের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল; বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ানোর মতো অবস্থা নেই। আর দু'এক দিন পর বোধ হয় মারা যাবেন। এ ভেবে শেখ মুজিব এক কয়েদিকে দিয়ে গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনালেন তার অবস্থা তার বাবা, তার স্ত্রী, শহিদ সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানী সাহেবকে জানানোর জন্য।

গ প্রয়োগ

- ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্রছাত্রী মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলে গুলি করে কয়েকজনকে হত্যা করে। ফলে আন্দোলন আরো চরম আকার ধারণ করে।
- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যখন ঘোষণা করে, ‘উর্দুই হবে সমগ্র পাকিস্তানের মাতৃভাষা’ তখন পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালিরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবি করে। এ নিয়ে আন্দোলনের এক পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে মিছিলে গুলি করে কয়েকজনকে হত্যা করা হয়।
- উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দাবিতে আন্দোলন চরমে উঠলে সাধারণ মানুষকে দমাতে শাসকগোষ্ঠী তাদের গুলি করে। এতে বেশ কয়েকজন ছাত্র শহিদ হন। ঘটনাটি বজ্রবন্দুর লেখা ‘বায়ান্নর দিনগুলো’তেও দেখা যায়। এখানে তিনি বর্ণনা করেছেন, ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করলে পুলিশ কয়েকজনকে গুলি করে হত্যা করে। সুতরাং উভয় ঘটনা প্রায় একই রকম একথা যথার্থই বলা যায়।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- কথাটি দ্বারা শাসকের অদূরদর্শিতার কথা বোঝানো হয়েছে। ভাষার জন্য আন্দোলনরত মানুষের ওপর গুলি, ১৪৪ ধারা জারি, সিংহভাগ মানুষের ভাষাকে অবজ্ঞা করা—এসব সিদ্ধান্ত ছিল ভুল। যার ফলে সরকারের পরাজয় ঘটে।
- ভাষার জন্য মানুষ হত্যা করা সত্যিই অমানবিক। অথচ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মাতৃভাষা যখন উপেক্ষিত হতে যাচ্ছিল তখন আন্দোলন করে বাঙালিরা। সে আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী ১৪৪ ধারা জারি, নির্বিচারে গণহত্যা, গণগ্রেফতার ইত্যাদি কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিল। ফলে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে ওঠে।
- উদ্দীপকের হাবিব আন্দোলনরত অবস্থায় গুলি করে শাসক কর্তৃক সাধারণ জনগণকে হত্যার কথা শুনে দূরদৃষ্টিতে ভাবলেন সরকারের পরাজয় এবার নিশ্চিত। কেননা, দফায় দফায় সরকার ভুল করছে। সুতরাং সাধারণ জনগণ সরকারের এত বড় অন্যায় মেনে নেবে না।
- অতএব দেখা যায় যে, প্রবন্ধের “মানুষের যখন পতন হতে থাকে তখন পদে পদে ভুল করে” কথাটি সত্যে পরিণত হয়েছিল, যেমনটি উদ্দীপকেও ধারণা করা হয়।

উদ্দীপক ৬ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

অং সাং সূচি অনেকদিন কারাভোগ ও অনশনের এক পর্যায়ে মৃতপ্রায় হয়ে গেলেন। জেল-কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর সহবন্দি তাকে জুস খাইয়ে অনশন ভাঙান। অন্যদিকে তাঁর দলের বেশক'জন জ্যেষ্ঠ নেতাকে বন্দি ও নির্যাতন করা হচ্ছে। নিরুপায় অং সাং সূচি জেলগেটের বাইরে বেরিয়ে দেখলেন তার বাবা তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।



- ক. বজ্রবন্দু শেখ মুজিবের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতে থাকলে একজন কয়েদি কী করল? ১
- খ. “অনেক লোক আছে, কাজ পড়ে থাকবে না”। —কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকের অং সাং সূচির সহবন্দি ‘বায়ান্নর দিনগুলো’র কোন চরিত্রকে প্রতিফলিত করে? বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকের জ্যেষ্ঠ নেতাদের বন্দি ও নির্যাতনের মতো ঘটনা প্রবন্ধেও ঘটেছে— বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর**ক জ্ঞান**

- বজ্রবন্দু শেখ মুজিবের হাত পা ঠান্ডা হয়ে যেতে থাকলে একজন কয়েদি তাকে সরিষার তেল মালিশ করে দিচ্ছিলেন।

খ অনুধাবন

- জেলে অনশনরত অবস্থায় বজ্রবন্দু শেখ মুজিব মৃতপ্রায় হয়ে পড়লে কর্তব্যরত ডাক্তারের এক প্রশ্নের উত্তরে মুজিব এ কথাটি বলেন।
- জেলেবন্দি অবস্থায় বজ্রবন্দু শেখ মুজিবুরের শারীরিক অবস্থা যখন নিস্বেজ প্রায় তখন ডাক্তার বললেন, ‘এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে? বাংলাদেশ যে আপনার কাছে অনেক কিছু আশা করে।’ ডাক্তারের এ প্রশ্নের উত্তরে বজ্রবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের অং সাং সূচির সহবন্দি ‘বায়ান্নর দিনগুলো’র মহিউদ্দিনকে প্রতিফলিত করে।
- ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ প্রবন্ধে জেলবন্দি হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহিউদ্দিন সহবন্দি হিসেবে থাকেন। তাঁরা দুজনই অনশন করেন এবং মুক্তির শর্তেই কেবল অনশন ভাঙবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের মুক্তির আদেশ আসে। তখন মহিউদ্দিন বঙ্গবন্ধুকে ডাবের পানি খাইয়ে অনশন ভাঙান।
- উদ্দীপকে অং সাং সূচি অনশন করে মুমূর্ষুপ্রায়। এমতাবস্থায় তাঁকে মুক্তির আদেশ এলে তিনি অনশন ভাঙতে রাজি হন এবং তাঁর সহবন্দি তাঁকে জুস খাইয়ে অনশন ভাঙান। অং সাং সূচির সহবন্দির এ ঘটনাটি প্রবন্ধের মহিউদ্দিন চরিত্রকে প্রতিফলিত করে।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ প্রবন্ধে মুক্তির প্রাক্কালে শেখ মুজিব জানতে পারেন তাঁর দলের জ্যেষ্ঠ নেতাকর্মীদের আটক করে নির্যাতন করা হয়।
- জেলবন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খবরের কাগজে দেখতে পান তর্কবাগীশ, খান সাহেব, আবুল হোসেনসহ বেশ ক’জন নেতা শাসকগোষ্ঠীর হাতে আটক হয়েছেন। মুক্তির প্রায় প্রাক্কালে এসে জানতে পারেন আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতা—যেমন মওলানা ভাসানী, শামসুল হকসহ আরো অনেককেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
- উদ্দীপকে অং সাং সূচির কারাবন্দির শেষ অবস্থায় তাঁকে যখন মুক্তি দেয়া হবে তখন তাঁর দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের আটক করা হয়। তাছাড়াও তাঁদের ওপর নির্যাতনের মাত্রাও বৃদ্ধি করা হয়।
- প্রবন্ধ ও উদ্দীপকে আমরা প্রায় অনুরূপ ঘটনা দেখতে পাই। অর্থাৎ, কনিষ্ঠ নেতাকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে জ্যেষ্ঠ নেতাদের আটক ও নির্যাতন করার বিষয়টি লক্ষণীয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের বন্দি ও রাজবন্দিদের নির্যাতনের বিষয়টি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ প্রবন্ধেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপক ৭ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বিনা বিচারে অনেকদিন জেলবন্দিদের পর মুক্তি পেলেন রাজনীতিবিদ সৈয়দ শামসুর রহমান। ফিরে এলেন বাড়িতে। অনেক দিন না দেখে নিজের ছেলেও ভুলে গেছে তাকে। সৈয়দ সাহেব মুক্তি পেলেও সারাদেশে আন্দোলন আরো চরমে ওঠে। গ্রামের হাটবাজারে পর্যন্ত হরতাল ধর্মঘট পালিত হয়।



- | | |
|--|---|
| ক. জনমতের বিরুদ্ধে যেতে কারা ভয় পায়? | ১ |
| খ. “আব্বা রাজবন্দিদের মুক্তি চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই”—হাসু বাবার গলা জড়িয়ে কেন এ কথা বলেছিল? | ২ |
| গ. “অনেক দিন না দেখলে নিজের ছেলেও ভুলে যায়”—উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্য বর্ণনা কর। | ৩ |
| ঘ. ছোট ছোট হাটবাজারে পর্যন্ত হরতাল হয়েছে— কথাটি দ্বারা আন্দোলনের তীব্রতা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। | ৪ |

৭নং প্রশ্নের উত্তর**ক জ্ঞান**

- জনমতের বিরুদ্ধে যেতে শাসকেরা ভয় পায়।

খ অনুধাবন

- একুশে ফেব্রুয়ারি হাসু ও শেখ পরিবার ঢাকায় ছিল বলে এই ক্লোগান শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তাই বাবাকে পেয়েই হাসু ক্লোগানটি শুনিয়েছিল।
- জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাড়িতে এলে বড় সন্তান শেখ হাসিনা বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই। কেননা, একুশে ফেব্রুয়ারি এসব ক্লোগান ঢাকার অলিতে-গলিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আর হাসুরা ঢাকায় থাকার ফলে এ ক্লোগানের সাথে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। ফলে রাজবন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে বাড়িতে এলেই হাসু বাবাকে ক্লোগানটি শুনিয়েছিল।

গ প্রয়োগ

- কথাটির দ্বারা একজন রাজনীতিবিদ পিতার করুণ আফসোসের কথা বর্ণিত হয়েছে— যার অনুরূপ কথা উদ্দীপকেও উদ্ভূত হয়েছে।
- ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ প্রবন্ধে একজন রাজনীতিবিদ বাবার অসহায় নির্মম ও বাস্তব আফসোসের আঁর্তি ফুটে উঠেছে। মজলুম জনগণের অধিকার আদায়ে রাজবন্দি থাকতে হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। আর তাই সাতাশ-আটাশ মাস পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন তিনি। ছেলে কামালের বয়স মাত্র কয়েক মাস। বাবাকে অনেকদিন না দেখে ছেলেও ভুলে গেছে উনি তার কী হন। ‘হাসু আপা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলে ডাকি’—কথাটি দ্বারা তা প্রমাণিত।

- উদ্দীপকে সৈয়দ শামসুর রহমান একজন রাজনীতিবিদ। তিনি জেলবন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বাড়িতে এসে বুঝতে পারলেন তার ছোট ছেলেটি তাকে চিনতে পারছে না। তাই প্রশ্নোক্ত সমান কথাটি উদ্দীপকেও এসেছে। সুতরাং বলা যায়, কথাটি উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, গ্রামগঞ্জে ছোট ছোট হাটবাজারেও হরতাল পালিত হচ্ছিল— যার সমরূপ দৃশ্য আমরা উদ্দীপকেও দেখতে পাই।
- ১৯৫২ সালে ঢাকায় মিছিলে গুলি করে সাধারণ মানুষ হত্যার পর ভাষা-আন্দোলন চরমে ওঠে। জনসাধারণ বুঝতে পারে যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয়। শাসকগোষ্ঠী মাতৃভাষা বাংলাকে মানুষের মুখ থেকে কেড়ে নিতে চায়। খবর বাতাসের সাথে সাথে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। ছোট ছোট হাটবাজারেও হরতাল ধর্মঘট পালিত হতে থাকে।
- উদ্দীপকের সৈয়দ সাহেব জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বাড়িতে ফেরেন। অথচ তখন আন্দোলন চরমে ওঠে। এমনকি গ্রামের হাটবাজার পর্যন্ত হরতাল ধর্মঘট পালিত হয়। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে শাসকচক্র তাদের মজল চায় না; বরং শোষণ করতে চায়।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা ১৯৫২ সালের প্রেক্ষাপটভিত্তিক আত্মজীবনীতে দেখা যায়, ভাষা নিয়ে বিতর্কের এক পর্যায়ে তা আন্দোলনে রূপ নেয়। শাসকগোষ্ঠী মিছিলে গুলি চালায় এবং এ খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে মানুষ গ্রামেও হরতাল পালন করে। অনুরূপ ঘটনা আমরা উদ্দীপকেও লক্ষ্য করি। সুতরাং প্রশ্নোক্ত কথাটি দ্বারা বায়ান্নর ও উদ্দীপকের আন্দোলনের তীব্রতারই প্রমাণ হয়।

উদ্দীপক ৮ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ভারতের দুর্নীতিবিরোধী মানবাধিকার কর্মী আন্না হাজারে। তিনি সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তিনি ও তার দলের কর্মীরা দাবি আদায়ে একটু ব্যতিক্রমধর্মী আন্দোলন করেন। তা হলো অনশন ধর্মঘট। তারা তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশন ধর্মঘট পালন করেন।



- ক. বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কে অনশন ধর্মঘট পালন করেছিলেন? ১
- খ. বঙ্গবন্ধু অনশন ধর্মঘট পালন করেছিলেন কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার কোন বিষয়টি দৃশ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. দাবি আদায়ে ব্যতিক্রমধর্মী পন্থা অবলম্বনে উদ্দীপকের আন্না হাজারে যেন ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার ৪
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করেছেন।— বক্তব্যটির সত্যতা নিরূপণ কর।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মহিউদ্দিন সাহেব অনশন ধর্মঘট পালন করেছিলেন।

খ অনুধাবন

- বঙ্গবন্ধু কারামুক্তির জন্যই অনশন ধর্মঘট পালন করেছিলেন।
- পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে বছরের পর বছর কারাবন্দি করে রেখেছিল, যা বঙ্গবন্ধু মেনে নিতে পারেননি। তাই বাধ্য হয়েই বঙ্গবন্ধু আমরণ অনশন ধর্মঘট পালন করেছিলেন। এতে পাক-সরকার বাধ্য হয়েই তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল। মূলত অপশাসনের হাত থেকে মুক্তির জন্যই বঙ্গবন্ধু অনশন ধর্মঘট পালন করেছিলেন।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকে ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার দাবি আদায়ে অনশন ধর্মঘট পালনের বিষয়টি দৃশ্যমান।
- সমাজে নানা প্রকার অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার বিদ্যমান থাকে। এর বিরুদ্ধে সচেতন মানুষরা বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ জানায়। সে প্রতিবাদ ব্যতিক্রমধর্মী হয়ে ওঠে, যখন কোনো ব্যক্তি তার স্বার্থকে বলি দিয়ে জনমানবের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করে।
- উদ্দীপকে দাবি আদায়ে অনশন ধর্মঘট পালনের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। ভারতের দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের নেতা আন্না হাজারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার। তিনি সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ অনশন ধর্মঘট পালন করেন। অন্যদিকে ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনায় পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হন বঙ্গবন্ধু। তাইতো তাঁকে বছরের পর বছর নির্বিচারে কারাবন্দি করে রেখেছিল কায়মি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তা নীরবে মেনে নেননি। তিনি জেলে বসেই অনশন ধর্মঘট পালন করে এর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়ে দেন। তাই বলা যায়, ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনায় অনশন ধর্মঘট পালনের বিষয়টি উদ্দীপকেও দৃশ্যমান।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- দাবি আদায়ে ব্যতিক্রমী পন্থা অবলম্বনে উদ্দীপকের আনু হাজারে যেন ‘বায়ানুর দিনগুলো’ রচনার বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করেছেন।— বক্তব্যটি সত্য।
- সচেতন মানুষের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো অনশন ধর্মঘট। এ ধরনের প্রতিবাদে ব্যক্তি তার নিজ স্বার্থকে বলি দিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে। তার এ প্রতিবাদে শাসন-শোষণের ভিত পর্যন্ত কেঁপে ওঠে।
- উদ্দীপকের আনু হাজারে একজন মানবাধিকারকর্মী। তিনি সর্বদা অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার। অন্যায় শাসন প্রতিরোধে তিনি অনশন ধর্মঘট পালন করেন। অন্যদিকে ‘বায়ানুর দিনগুলো’ রচনায় বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী চেতনা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি নেতাকর্মী রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিলেন। এতে বঙ্গবন্ধুর মতো নেতাকর্মীও দীর্ঘদিন বিনাবিচারে কারাগারে আটক ছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এ অন্যায় শাসন মেনে নেননি। তাইতো তিনি জীবনের মায়া তুচ্ছ করে জেলের মধ্যেই প্রতিবাদস্বরূপ অনশন ধর্মঘট পালন করেছিলেন। এতে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসনের ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল।
- শাসকদের শোষণের জাঁতাকল গুঁড়িয়ে দিতে যুগে যুগে জন্ম নেন বীরসন্তানেরা। যাঁরা তাঁদের স্বীয় স্বার্থ বলি দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্য আত্মনিবেদন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তেমনি একজন মানুষ। আর বঙ্গবন্ধুর দাবি আদায়ের আদর্শ উদ্দীপকের আনু হাজারের মধ্যে বিদ্যমান। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত বক্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপক ৯ → নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

চৌ-এন-লাই চীনের জননন্দিত বিপ্লবী রাজনীতিবিদ ও নব্য চীনের জন্মদাতা। সুদীর্ঘকাল তিনি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাঁর নেতৃত্বেই উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় চীনের মঞ্চ সম্রাটদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বেশ কিছু বিপ্লবী আন্দোলন হয়েছিল। সাম্যবাদ ও বিপ্লবে সুগভীর আস্থা, চীনের জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন ও রাজতন্ত্রের বিরোধিতার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।



- ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানায় কীভাবে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন? ১
- খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান সরকার মুক্তি দিয়েছিল কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে চৌ-এন-লাই ‘বায়ানুর দিনগুলো’ রচনার কোন চরিত্রের প্রতীক? নির্ণয় কর। ৩
- ঘ. “প্রদত্ত উদ্দীপকটি ‘বায়ানুর দিনগুলো’ রচনার সম্পূর্ণ ভাবার্থের দর্পণ নয়।”— এ বিষয়ে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানায় ধর্মঘটের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন।

খ অনুধাবন

- অনশন ধর্মঘটের কারণে বাধ্য হয়ে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়েছিল।
- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু জেলখানায় আমরণ অনশন ধর্মঘট পালন করেন। এতে তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর আদর্শ থেকে সরে আসেননি। এভাবে তাঁর মুক্তির আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। তখন পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয়েই বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়েছিল।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের চৌ-এন-লাই ‘বায়ানুর দিনগুলো’ রচনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চরিত্রের প্রতীক।
- অন্যায় শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াতে যুগে যুগে জন্ম নেন জাতির বীরসন্তানরা। যাঁরা তাঁদের স্বীয় মেধা, বুদ্ধি, নেতৃত্ব দিয়ে জাতিকে দেখান মুক্তির পথ। অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার থাকে তাদের প্রতিবাদের অস্ত্র। যার কবলে পড়ে শাসক-শোষকেরা ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়।
- উদ্দীপকে চৌ-এন-লাই চীনের বিপ্লবী রাজনীতিবিদ। যিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিবেদন করেছেন। অন্যদিকে ‘বায়ানুর দিনগুলো’ রচনায় বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী চেতনা বর্ণিত হয়েছে। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির ফলে শাসন-শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকে বাঙালিরা। তখন দিশেহারা জাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতা। সুতরাং বলা যায়, ‘বায়ানুর দিনগুলো’ রচনায় বঙ্গবন্ধু চরিত্রের প্রতীক হলো উদ্দীপকের চৌ-এন-লাই।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “প্রদত্ত উদ্দীপকটি ‘বায়ানুর দিনগুলো’ রচনার সম্পূর্ণ ভাবার্থের দর্পণ নয়।”— এ বিষয়ে আমি একমত।

- শাসন-শোষণের জাঁতাকল থেকে মানুষকে বাঁচাতে যুগে যুগে জন্ম নেন বিপ্লবীরা। যাঁরা তাঁদের নিজ মেধা, বুদ্ধি, নেতৃত্ব দিয়ে জাতিকে মুক্তির পথ দেখান। আর সেসব বিপ্লবী যেহেতু রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ তাই তাঁদেরও থাকে প্রিয়জনের প্রতি পিছুটান। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা স্বীয় মেধা বলে স্থান করে নেন ইতিহাসের পাতায়।
- উদ্দীপকের চৌ-এন-লাই চীনের বিপ্লবী রাজনীতিবিদ। তিনি সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছেন শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। কথা বলেছেন চীনের শোষিত মানুষের পক্ষে। অন্যদিকে ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনাতেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনী বর্ণিত হয়েছে, যিনি পাকিস্তানিদের হাত থেকে বাঙালিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। এছাড়া এ রচনায় বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিজীবনের কথাও বর্ণিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি তার পিতার ছিল গভীর স্নেহ-মমতা। তাইতো তিনি জেল গেটে মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানকে দেখে চোখের জল সামাল দিতে পারেননি। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর প্রতি তাঁর সহধর্মিণীর অকৃত্রিম ভালোবাসার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। আর বঙ্গবন্ধুর দুই আদরের সন্তান হাসু ও কামালের পিতৃভক্তির বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে এ রচনায়।
- ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনায় বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন, পাকসরকারের অত্যাচার ও বাঙালির প্রতিবাদ এবং বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিজীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকে শুধু শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটির সাথে আমি একমত পোষণ করি।

উদ্দীপক ১০ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যাভেলা। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন বর্ণবাদ-বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা, দেশটির কালো মানুষগুলোর অধিকার যখন ক্ষুণ্ণ হতে থাকে তখন তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এতে শোষকদের দ্বারা তাঁকে নানারকম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু তারপরও তিনি পিছ-পা হননি; সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা করেছেন কালো মানুষদের অধিকার।



- ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন কারাগারে বন্দি ছিলেন? ১
- খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনাবিচারে কারাবরণ করতে হয়েছিল কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের নেলসন ম্যাভেলা ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার কোন চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটি যেন ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার মূল সুর।” – বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জ্ঞান

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলা কারাগারে বন্দি ছিলেন।

খ অনুধাবন

- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা বিচারে কারাবরণ করতে হয়েছিল।
- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সকল প্রকার অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সর্বদাই সোচ্চার ছিলেন, যা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চোখে তাকে বিধিয়ে তুলেছিল। তাই তো শাসকগোষ্ঠীর রোষানলে পড়ে বাঙালিকে এবং বাঙালির এই অবিসংবাদিত নেতাকে কারাবন্দি থাকতে হয়েছিল।

গ প্রয়োগ

- উদ্দীপকের নেলসন ম্যাভেলা ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।
- সমাজজীবনে শাসন-শোষণ বিদ্যমান থাকে। আর এর বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেন তারাই প্রতিবাদী। জাতির এই বীর সন্তানদের নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে জাতির স্বার্থে নিজেকে নিবেদন করেন জনগণের কল্যাণে। শোষণ-নির্যাতনের জাঁতাকল থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন দৃঢ় মনোবল নিয়ে।
- উদ্দীপকের নেলসন ম্যাভেলা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী মহান নেতা। তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের পক্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষের পক্ষে সংগ্রাম করতে গিয়ে কারাবরণ করেছেন, সহ্য করেছেন, অত্যাচার, নির্যাতন; কিন্তু তারপরও পিছু হটেননি। অন্যদিকে ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনায় বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি সারাজীবন শোষিত মানুষের পক্ষে সংগ্রাম করেছেন। পাকিস্তানিদের অত্যাচারে দিশাহারা বাঙালিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের নেলসন ম্যাভেলা ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উচ্চতর দক্ষতা

- “উদ্দীপকে শোষণশাসন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে তা যেন ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনারই মূল সুর।”
- সমাজজীবনে অন্যায় শাসন-শোষণ ও বৈষম্য বিদ্যমান। যার জাঁতাকলে কেবল পিষ্ট হয় সাধারণ মানুষ। কিন্তু সবসময় সাধারণ মানুষ তা সহ্য করে না। তাই যুগে যুগে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সংগ্রামী মানুষ জন্ম নেয়।

- উদ্দীপকে শোষণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে নেলসন ম্যান্ডেলার কণ্ঠে। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছে তখন তিনি তা মুখ বুজে সহ্য করেননি। সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তুলেছেন প্রতিরোধ, সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছেন স্বাধিকার চেতনায়। অন্যদিকে ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনাতেও বাঙালির প্রতিবাদী মানসিকতা তুলে ধরা হয়েছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরনীতির বিরুদ্ধে বাঙালিরা গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ, যুবকেরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে মাতৃভাষার মর্যাদা, শাসকগোষ্ঠীর হীন অহমিকা দৃঢ় প্রতিবাদের মাধ্যমে দমিয়ে দিয়েছে। এ সবকিছুর পেছনে ছিল বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ নেতৃত্বগুণ।
- উদ্দীপকে মূলত অত্যাচার-নিপীড়ন বৈষম্যনীতির বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে, যা ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার মধ্যেও বিদ্যমান। তাই সজ্ঞাত কারণেই বলা যায়, উদ্দীপকে ফুটে ওঠা দিকটি ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার মূল সুর।

সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর

- ভাষা সৈনিকদের শহিদ হওয়ার খবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কীভাবে পেয়েছিলেন?
ক) সিপাহীদের মাধ্যমে খ) প্রহরীদের সহায়তায়
গ) রেডিও শ্রুতি ঘ) বন্দিদের কাছ থেকে
- ‘আমলাতন্ত্র তাঁকে কোথায় নিয়ে গেল’- নূরুল আমিনের কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে বঙ্গবন্ধু এরূপ মন্তব্য করেছেন?
ক) একগুঁয়েমি খ) নির্বুদ্ধিতা
গ) বিচারবুদ্ধিহীনতা ঘ) অদূরদর্শিতা
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের মানুষ এক সময় ফুঁসে ওঠেন। কালক্রমে তা বৃহত্তর আন্দোলনে রূপ নেয়। এক সময় এ দেশের সিপাহিরাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শাসকগোষ্ঠী এ আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করে। আন্দোলনকারীদের জনসমক্ষে ফাঁসিতে বুলিয়ে হত্যা করা হয়।
- উদ্দীপকে শাসকগোষ্ঠীর যে মনোভাব ফুটে উঠেছে সেটিকে ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ শীর্ষক স্মৃতিস্তম্ভের আলোকে বলা যায়—
i. অপশাসন ii. নির্মমতা iii. অত্যাচার
নিচের কোনটি ঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
- শাসকগোষ্ঠীর উল্লিখিত মনোভাবের খেসারত কাকে দিতে হয়েছিল?
ক) আবদুর রশিদ তর্কবাগীশকে খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে
গ) নূরুল আমিনকে ঘ) খান সাহেব ওসমান আলীকে

মাস্টার ট্রেইনার কর্তৃক যাচাইকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

ক) লেখক পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

- শেখ মুজিবুর রহমান কে?
ক) একজন সৈনিক খ) একজন শিক্ষক
গ) একজন ভাষা-শহিদ ঘ) স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও জাতির জনক
- শেখ মুজিবুর রহমানকে যে অভিধায় সবাই চেনে—
ক) বঙ্গবন্ধু খ) বাঙালি গ) দেশবন্ধু ঘ) জনবন্ধু

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন কোন তারিখে?
ক) ১৭ মার্চ, ১৯২০ খ) ১৭ মে, ১৯২০
গ) ১৭ জুন, ১৯২০ ঘ) ১৭ আগস্ট, ১৯২০
- বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় কোনটিকে?
ক) পাঁচ দফাকে খ) আট দফাকে
গ) ছয় দফাকে ঘ) এগারো দফাকে
- আওয়ামী লীগ কত সালে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?
ক) ১৯৫৪ সালে খ) ১৯৬৯ সালে
গ) ১৯৬২ সালে ঘ) ১৯৭০ সালে
- ১৯৭৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান কোন পদকে ভূষিত হন?
ক) ম্যাগ সাইসাই খ) নাইট গ) স্যার ঘ) জুলিও কুরি
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু কোন ভাষায় ভাষণ দেন?
ক) ইংরেজিতে খ) ফারসিতে গ) বাংলায় ঘ) হিন্দিতে
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন—
ক) ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ খ) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
গ) ২৬ মার্চ ১৯৭১ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৬
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুবার কারাবরণ করেছেন কেন?
ক) দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ায়
খ) তৎকালীন সরকারের রোষানলে পড়ে
গ) বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ায়
ঘ) সরকারবিরোধী বক্তব্য দেওয়ায়
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতিতে হাতেখড়ি ঘটে কখন?
ক) ছাত্রজীবনে খ) শেষ বয়সে
গ) কিশোর বয়সে ঘ) মধ্যবয়সে
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোনটির মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে অভিন্ন লক্ষ্যে একত্র করেন?
ক) ছয়দফা খ) একুশ দফা গ) গনরো দফা ঘ) চব্বিশ দফা
- ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ কোন ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন?
ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে খ) রেসকোর্স ময়দানে
গ) ভিক্টোরিয়া পার্কে ঘ) বাহাদুর শাহ

১৭. পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন কে?
 ক আতাউর গণি ওসমানী খ এ. কে. ফজলুল হক
 গ বজ্রবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান ঘ তাজউদ্দিন আহমেদ
১৮. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কোন দল পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে?
 ক যুক্তফ্রন্ট খ কৃষক-প্রজা পার্টি
 গ সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ঘ আওয়ামী লীগ
১৯. প্রথম বাঙালি হিসেবে কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন?
 ক বজ্রবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান খ মওলানা ভাসানী
 গ এ. কে. ফজলুল হক ঘ শেখ হাসিনা
২০. কত সালে জাতির জনক বজ্রবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে সপরিবারে নিহত হন?
 ক ১৯৭৫ খ ১৯৭২ গ ১৯৭৭ ঘ ১৯৭১
২১. বজ্রবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে পাকিস্তান থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন?
 ক ১৯৭২ সালের ১০ জুলাই খ ১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি
 গ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঘ ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর
২২. বজ্রবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান কখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?
 ক ২৫ মার্চ প্রথম প্রহরে খ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে
 গ ২৫ মার্চ শেষ প্রহরে ঘ ২৭ মার্চ প্রথম প্রহরে
২৩. কোন উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পর পাকিস্তানি বাহিনী বজ্রবন্দু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে?
 ক বাঙালিকে নির্বাচনে হত্যা করা
 খ বাঙালিকে অধঃপতিত করা
 গ বাঙালির মুক্তিসংগ্রামকে নস্যাৎ করা
 ঘ বাংলাদেশকে পাকিস্তানে রূপান্তর করা
২৪. ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ শেখ মুজিবুর রহমানের এ বক্তব্যে নিচের কোন বিষয়টি ফুটে উঠেছে?
 ক বিজয়ের স্বাদ খ মানবতার জয়গান
 গ স্বাধীনতার আহ্বান ঘ সত্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান

খ মূল পাঠ : (বোর্ড বই থেকে)

২৫. শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন জেলের ভেতর কীসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন?
 ক আত্মহত্যার খ অনশনের
 গ আলোচনার ঘ মিছিলের
২৬. আমীর হোসেন সাহেবের পদবি কী ছিল?
 ক জেলার খ ডেপুটি জেলার
 গ সুপারিনটেনডেন্ট ঘ আইবি অফিসার
২৭. মোখলেসুর রহমান সাহেবের পদবি কী ছিল?
 ক জেলার খ আইবি অফিসার
 গ সুপারিনটেনডেন্ট ঘ ডেপুটি জেলার
২৮. সরকারের হুকুমের কাদেরকে চলতে হয়?
 ক আমলাদের খ রাজবন্দিদের
 গ সাধারণ জনগণের ঘ আন্দোলনকারীদের

২৯. ধর্মঘটের ব্যাপারে আলোচনা আছে বলে কয় তারিখে শেখ মুজিবকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হয়?
 ক ১০ তারিখে খ ১৫ তারিখে
 গ ২০ তারিখে ঘ ২১ তারিখে
৩০. মালপত্র, কাপড়-চোপড় ও বিছানা নিয়ে কে হাজির হলো?
 ক জমাদার খ দফাদার গ জমিদার ঘ তরফদার
৩১. শেখ মুজিবকে ঢাকা থেকে কোন জেলে নিয়ে যাওয়া হলো?
 ক গোপালগঞ্জে খ সিরাজগঞ্জে
 গ মাদারিপুরে ঘ ফরিদপুরে
৩২. পুনরায় রায়গঞ্জ থেকে কয়টায় জাহাজ ছাড়ে?
 ক ৮টায় খ ৯টায় গ ১০টায় ঘ ১১টায়
৩৩. ইয়ে কেয়া বাত হয়, আপ জেলখানা মে’- প্রশ্নের উত্তরে বজ্রবন্দু কী বলেছিলেন?
 ক কিসমত খ তাকদির গ ভাগ্য ঘ ফেইট
৩৪. পাকিস্তান হওয়ার সময় বেচু সুবেদার কোথায় ছিলেন?
 ক কিশোরগঞ্জে খ নারায়ণগঞ্জে
 গ সিরাজগঞ্জে ঘ গোপালগঞ্জে
৩৫. ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্তমান নাম কী?
 ক জমিদার পার্ক খ নবাব পার্ক
 গ বাহাদুর শাহ পার্ক ঘ সম্রাট শাহ পার্ক
৩৬. জাহাজ ধরতে না পেরে শেখ মুজিবদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো?
 ক থানায় খ জেলে গ আদালতে ঘ ট্রেনে
৩৭. অনশন শুরু করার কয়দিনের মাথায় বজ্রবন্দুকে হাসপাতালে নেয়া হলো?
 ক এক দিন খ দুদিন গ তিন দিন ঘ চার দিন
৩৮. কদিন পর বজ্রবন্দুকে জোর করে নাক দিয়ে খাওয়ানো হলো?
 ক এক দিন খ দুদিন গ তিন দিন ঘ চার দিন
৩৯. এদের কথা হলো ‘মরতে দেব না’- কাদের কথা?
 ক আন্দোলনকারীদের খ মিছিলকারীদের
 গ শাসকশ্রেণির ঘ রাজনীতিবিদদের
৪০. বজ্রবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান কীসের রস দিয়ে লবণ পানি খেয়েছিলেন?
 ক কমলার খ আপেলের গ লেবুর ঘ আমের
৪১. বজ্রবন্দু কয়টি চিঠি লিখেছিলেন?
 ক একটি খ দুটি গ তিনটি ঘ চারটি
৪২. কোথায় মিছিলের ওপর একুশ তারিখে গুলি হয়েছিল?
 ক ঢাকায় খ গোপালগঞ্জে
 গ নারায়ণগঞ্জে ঘ ফরিদগঞ্জে
৪৩. কত ধারা ভাঙা করলে পুলিশ মিছিলে গুলি করে?
 ক ১৫৪ ধারা খ ১৪৪ ধারা গ ১৩৪ ধারা ঘ ১৬৪ ধারা
৪৪. মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে কী হতে থাকে?
 ক গণহত্যা খ আন্দোলন গ ভুল ঘ মিছিল
৪৫. মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগিশ কী ছিলেন?
 ক এমএলএ খ এমপি গ মন্ত্রী ঘ প্রধানমন্ত্রী

৪৬. কয় চামচ ডাবের পানি দিয়ে বজাবন্ধুকে অনশন ভাঙানো হলো?
 ক এক চামচ খ দু চামচ গ তিন চামচ ঘ চার চামচ
৪৭. ক'দিন পর বাড়িতে পৌঁছলেন বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান?
 ক তিন দিন গ চার দিন গ পাঁচ দিন ঘ ছয় দিন
৪৮. বড় নৌকায় ক'জন মাল্লা নিয়ে ঢাকা রওয়ানা হলেন রেণু?
 ক তিনজন গ চারজন গ পাঁচজন ঘ ছয়জন
৪৯. বজাবন্ধু শেখ মুজিব যখন জেলে যান তখন কামালের বয়স কত?
 ক কয়েক দিন খ কয়েক মাস গ একবছর ঘ দুই বছর
৫০. শাসকরা শোষণক হলে জনগণের কী হয়?
 ক মজল গ কল্যাণ গ অমজল ঘ স্বার্থ সিদ্ধি
৫১. জেলখানায় জেল-কর্তৃপক্ষ বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কী বোঝাতে চেষ্টা করলেন?
 ক অনশন ভাঙার কথা গ ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার কথা
 গ শৃঙ্খলা রক্ষা করার কথা ঘ মনোমালিন্য না করার কথা
৫২. ভাষা-আন্দোলন হয় কত সালে?
 ক ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে খ ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে
 গ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে
৫৩. বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতে, কেন কোনো রাজনৈতিক কর্মী নারায়ণগঞ্জ কর্মীদের ভুলতে পারবেন না?
 ক ত্যাগ ও তিতিক্ষার জন্য গ আন্দোলনের জন্য
 গ সাহায্য ও অনুদানের জন্য ঘ প্রতারণা করার জন্য
৫৪. ২১শে ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জবাসী কেন পূর্ণ হরতাল করে?
 ক রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য গ দেশকে স্বাধীন করার জন্য
 গ নিজ দাবি আদায়ের জন্য ঘ কলকারখানা চালুর জন্য
৫৫. জাহাজ ঘাটে বজাবন্ধু সহকর্মীদের কাছে কী চাইলেন?
 ক ভালোবাসা গ বিদায় গ ক্ষমা ঘ মুক্তি
৫৬. কোন কাজে মরণেও সুখ লাভ করা যায়?
 ক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে মৃত্যু
 খ অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবাদে মৃত্যু
 গ জুলুম ও ঘৃণা সহ্যে না পারার মৃত্যু
 ঘ সম্মান রক্ষার্থে মৃত্যু
৫৭. কারাগারে দুদিন অনশনের পর বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো?
 ক জেলগেটের বাইরে গ আদালতে
 গ হাসপাতালে ঘ অন্য কারাগারে
৫৮. মহিউদ্দিন ও বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেন ওষুধ খেলেন?
 ক রোগ নিরাময়ের জন্য খ পেট পরিষ্কার করার জন্য
 গ স্বাস্থ্যবান হবার জন্য ঘ জেল থেকে বের হবার জন্য
৫৯. মহিউদ্দিন কোন রোগে ভুগছিলেন?
 ক ডায়রিয়া গ জ্বর গ মাথা ব্যথা ঘ পুরিসিস
৬০. বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাকে ঘা হলো কেন?
 | নাসারন্ধ্র বন্ধ থাকায় | নাক দিয়ে খাওয়ানোর কারণে
 গ নাকে আঘাত পাওয়ায় ঘ নাকে লোমকূপ বেশি থাকায়
৬১. কে বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অনশন করতে নিষেধ করেছিলেন?
 ক ডাক্তার গ কারা-কর্তৃপক্ষ গ জেলার ঘ সিভিল-সার্জন

৬২. কত তারিখে জেলখানায় শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় দিন কাটান?
 ক ২১শে মার্চ খ ২১শে ফেব্রুয়ারি
 গ ২১শে ডিসেম্বর ঘ ৭ই মার্চ
৬৩. বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানা থেকে কয়খানা চিঠি লিখেছিলেন?
 ক পাঁচখানা গ ছয়খানা গ সাতখানা ঘ চারখানা
৬৪. কোনটি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারির ক্রোধান ছিল?
 ক রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই | দেশের শত্রু নিপাত যাক
 গ রাজাকাররা বাংলা ছাড় ঘ বীর বাঙালি অস্ত্র ধর
৬৫. 'বায়ান্নের দিনগুলো' প্রবন্ধে গোলমাল বেশি হওয়ার কারণ কী?
 ক ১৪৪ ধারা জারি করলে গ মিছিলে বাধা দিলে
 গ রাজবন্দীর মুক্তি না দিলে ঘ বন্দি করে রাখলে
৬৬. ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কোথায় সারাদিন শোভাযাত্রা চলে?
 ক মাদারিপুরে গ ঢাকায় গ চট্টগ্রামে ঘ ফরিদপুরে
৬৭. কোন আন্দোলনের জন্য পৃথিবীতে প্রথম বাঙালিরাই রক্ত দেয়?
 ক স্বদেশি আন্দোলনে গ মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনে
 গ মাতৃভাষা আন্দোলনে ঘ গণআন্দোলন
৬৮. ফরিদপুরের কারাগারে শোভাযাত্রীরা কেন হর্ন দিয়ে ক্রোধান দিয়েছিল?
 ক বন্দিদের শোনানোর জন্য গ বন্দিদের সহানুভূতির জন্য
 গ বন্দিদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ঘ বন্দিদের জাগ্রত করার জন্য
৬৯. কোন আন্দোলন করার জন্য গুলি করে মানুষ হত্যা করা হয় হয়েছিল?
 ক ছয়দফা আন্দোলন করার জন্য গ স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য
 গ ভাষা-আন্দোলন করার জন্য ঘ মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলন করার জন্য
৭০. বজাবন্ধু ও মহিউদ্দিন জেলখানায় ইচ্ছে করে কী খেতেন?
 ক কমলার রস আর লবণ গ মুড়ি আর চিনি
 গ কাগজি লেবুর রস আর লবণ ঘ মধু আর দুধ
৭১. মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে কী হয়?
 ক ভুল হয় গ বাধাপ্রাপ্ত হয়
 গ স্বাভাবিক হয় ঘ লজ্জা হয়
৭২. নারায়ণগঞ্জে কার বাড়িতে পাকিস্তানিরা ঢুকে ভীষণ মারপিট করে?
 ক ওসমান আলীর বাড়িতে গ আ'ইতির বাড়িতে
 গ জালালের বাড়িতে ঘ মোস্তাকের বাড়িতে
৭৩. সমস্ত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পাকিস্তানিরা কী সৃষ্টি করে?
 ক ত্রাসের রাজত্ব গ বিশৃঙ্খলা
 গ ভয়ভীতি ঘ ১৪৪ ধারা
৭৪. পাকিস্তানিরা কেন বাঙালিদের ওপর জুলুম নির্যাতন শুরু করে?
 ক রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার জন্য
 খ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার জন্য
 গ উপভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার জন্য
 ঘ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ইংরেজিকে প্রতিষ্ঠার জন্য

৭৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কাদের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত?
 ক স্ত্রী ও কন্যার জন্য খ বাবা ও মায়ের জন্য
 গ ভাই ও বোনের জন্য ঘ দেশ ও দেশের মানুষের জন্য
৭৬. কয়েদি শেখ মুজিবুরের হাতে পায়ে কী মালিশ করতে শুরু করেছিল?
 ক জবার তেল খ সরিষার তেল
 গ নারিকেল তেল ঘ সয়াবিন তেল
৭৭. মহিউদ্দিনের বাড়ি কোথায়?
 ক খুলনা খ বাগেরহাট গ যশোর ঘ বরিশাল
৭৮. কী খেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনশন ভাঙা করেন?
 ক ভাত খ ডাবের পানি গ চিড়া ঘ শরবত
৭৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য কয়টা অর্ডার আসে?
 ক একটি খ দুইটি গ তিনটি ঘ চারটি
৮০. ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভাষাকে রক্ষার জন্য বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণ কী?
 ক দেশপ্রেম খ ভ্রাতৃত্বপ্রেম গ ধর্মীয় প্রেম ঘ স্বর্গীয় প্রেম
৮১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে বুকে ধারণ করলে একজন মানুষ কী হবে বলে তুমি মনে করো?
 ক সত্যিকারের রাজা খ সত্যিকারের দেশদ্রোহী
 গ সত্যিকারের আলবদর ঘ সত্যিকারের দেশপ্রেমিক
৮২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে মুক্তি পেলেও তাঁর বেরুতে খারাপ লেগেছিল কেন?
 ক মহিউদ্দিনের অর্ডার না আসায় খ স্ত্রী-পুত্ররা না আসায়
 গ ঢাকা যেতে না পারায় ঘ আমলাতন্ত্র না বোঝায়
৮৩. পাকিস্তান জন্ম নেবার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগের কী হয়ে পড়েছিলেন?
 ক বন্ধু খ দুশমন গ সহযোগী ঘ ওস্তাদ
৮৪. জেল থেকে মুক্তির পর শেখ মুজিবকে কে নিতে এসেছিল?
 ক পিতা খ মাতা গ সম্মতান ঘ স্ত্রী
৮৫. শেখ মুজিবকে মুক্তির পর কীভাবে জেলগেটে আনা হলো?
 ক হাঁটিয়ে খ স্ট্রেচারে করে
 গ কোলে করে ঘ গাড়িতে বসিয়ে
৮৬. শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্তির কয়দিন পরে বাড়ি পৌঁছেছিলেন?
 ক একদিন পর খ দুদিন পর
 গ চারদিন পর ঘ পাঁচদিন পর
৮৭. বাড়ি পৌঁছানোর পর শেখ মুজিবুরের বড় মেয়ে হাসিনা কী বলেছিলেন বাবার গলা ধরে?
 ক তোমায় যেতে দেব না
 খ নাজিম উদ্দিনের যেন মাথা যায়
 গ রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই
 ঘ পাকিস্তানি দোসররা নিপাত যাক
৮৮. দেশের জন্য দেশের ভাষার জন্য যাঁরা জীবন দেন তাঁদের কী বলা হয়?
 ক শহিদ খ গাজী গ কাপুরুষ ঘ মীরজাফর

৮৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড় ভাইয়ের নাম কী?
 ক কিবরিয়া খ কামাল গ জামাল ঘ নাসের
৯০. মানুষ কীসের জন্য অন্ধ হয়ে যায়?
 ক ভালোবাসার জন্য খ স্বার্থের জন্য
 গ ত্যাগের জন্য ঘ ভোগের জন্য
৯১. ১৯৫২ সালে ঢাকায় গুলি হওয়ার পর গ্রামের মানুষও কী বুঝতে পেরেছে?
 ক পাকিস্তানিরা আপনজন খ পাকিস্তানিরা বন্ধু
 গ পাকিস্তানিরা মিত্র ঘ পাকিস্তানিরা শত্রু
৯২. ১৯৫২ সালে আমাদের রক্ত দিতে হয় কেন?
 ক গণতন্ত্রের দাবিতে খ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য
 গ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঘ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে
৯৩. শেখ মুজিবুর রহমান কোন ধরনের হরতাল পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন?
 ক জ্বালাও-পোড়াও সহযোগে খ শান্তিপূর্ণভাবে
 গ নাশকতার মধ্য দিয়ে ঘ তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করে
৯৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামশীল সন্তায় কী লক্ষণীয়?
 ক ক্ষমতার প্রতি লোভ খ দৃঢ়চেতা মনোভাব
 গ গোপন-আপস-কামিতা ঘ ভীত হয়ে কারাগারে অবস্থান
৯৫. কত তারিখে বঙ্গবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন?
 ক ২০ জানুয়ারি খ ২০ ফেব্রুয়ারি
 গ ২০ মার্চ ঘ ২০ এপ্রিল
৯৬. বঙ্গবন্ধু কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন?
 ক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
 গ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়
৯৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন?
 ক বাংলা খ ইতিহাস গ দর্শন ঘ আইন
৯৮. নানা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দেয়ার কারণে বঙ্গবন্ধুকে কী করতে হয়েছে?
 ক কারাবরণ খ মৃত্যুবরণ গ সংগ্রাম ঘ দেশ ভ্রমণ
৯৯. ৬ দফার প্রবর্তক কে?
 ক এ. কে. ফজলুল হক খ মাওলানা ভাষানী
 গ নূরুল আমিন ঘ শেখ মুজিবুর রহমান
১০০. আওয়ামী লীগ কোন সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?
 ক ১৯৬৯ সালে খ ১৯৭০ সালে
 গ ১৯৭১ সালে ঘ ১৯৭২ সালে
১০১. ১৯৭১ সালের কত তারিখে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা আহ্বান করেন?
 ক ৭ মার্চ খ ৭ এপ্রিল গ ৭ মে ঘ ৭ জুন

গ শব্দার্থ ও টীকা : (বোর্ড বই থেকে)

১০২. 'পুরিসিস' কী?
 ক বক্ষব্যাদি খ চোখের রোগ
 গ অশ্রুতর রোগ ঘ কানের রোগ
১০৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রীর ডাক নাম কী?
 ক বেণু খ অণু গ রেণু ঘ মিনু
১০৪. 'সুপারিনটেনডেন্ট' শব্দটির অর্থ কী?

- ক সব ক্ষমতার অধিকারী খ তত্ত্বাবধায়ক
গ দলনেতা ঘ হিসাবরক্ষক
১০৫. পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের লোককে কী বলে?
ক মারাঠি খ বেলুচি গ পাঞ্জাবি ঘ উর্দু
১০৬. ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্তমান নাম কী?
ক জাতীয় উদ্যান খ রমনা পার্ক
গ ধানমন্ডি পার্ক ঘ বাহাদুর শাহ পার্ক
১০৭. 'প্রকোষ্ঠ' শব্দটির অর্থ কী?
ক দরজা খ কুঠরি
গ পুস্তক বিশেষ ঘ রোগ বিশেষ
১০৮. রেডিও গ্রামের বাংলা অর্থ কী?
ক বেতার খ বেতার বার্তা গ গণবার্তা ঘ তার বার্তা
১০৯. শেখ হাসিনার ডাক নাম কী ছিল?
ক হাসু খ হাসি গ রেণু ঘ খুকী
১১০. বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ সন্তান কে?
ক শেখ রেহানা খ শেখ কামাল
গ শেখ জামাল ঘ শেখ হাসিনা
১১১. বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম কী?
ক শেখ নাসের খ শেখ জামাল
গ শেখ কামাল ঘ শেখ হাসান
১১২. খয়রাত হোসেন কে ছিলেন?
ক অর্থনীতিবিদ খ শিক্ষাবিদ
গ বুদ্ধিজীবী ঘ রাজনীতিবিদ

ঘ পাঠ পরিচিতি : (বোর্ড বই থেকে)

১১৩. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ভাষা কেমন?
ক ব্যঙ্গাত্মক খ তেজোদীপ্ত গ সহজ সরল ঘ জটিল
১১৪. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে' কত সাল পর্যন্ত ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে?
ক ১৯৫৫ খ ১৯৭১ গ ১৯৫৭ ঘ ১৯৭৫
১১৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা সেনানিবাসে আটকে রাখার কারণ কী?
ক ভাষা-আন্দোলন খ ছয় দফা দাবি
গ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ঘ দুর্নীতি মামলা
১১৬. বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী লেখায় কে প্রেরণা দিয়েছেন?
ক শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব খ শেখ নাসের
গ শেখ জামাল ঘ শেখ কামাল
১১৭. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক ২০০৯ খ ২০১০ গ ২০১১ ঘ ২০১২
১১৮. 'বায়ান্নর দিনগুলো' বঙ্গবন্ধুর কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?
ক ভাষা-আন্দোলনের কথা খ স্বাধীনতার স্বপ্ন
গ অসমাপ্ত আত্মজীবনী ঘ ভাষা-আন্দোলনের দিনগুলো
১১৯. বঙ্গবন্ধু কোন জেলে বসে আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন?
ক যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে খ ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে
গ করাচি জেলে ঘ পাঞ্জাব জেলে
১২০. বঙ্গবন্ধুকে কোন মামলায় ঢাকা সেনানিবাসে আটক রাখা হয়?
ক রাষ্ট্রদ্রোহিতার খ আগরতলা

- গ ছয়দফা ঘ রাজনৈতিক
১২১. 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় শেখ মুজিবুর রহমান বেশির ভাগ সময় কোথায় কাটিয়েছেন?
ক শুরুর বাড়িতে খ বিদেশে গ কারাগারে ঘ ঢাকায়
১২২. 'বায়ান্নর দিনগুলো' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কী ধরনের রচনা?
ক আত্মজৈবনিক কাহিনি খ ভ্রমণসাহিত্য
গ সামাজিক উপন্যাস ঘ ঐতিহাসিক নাটক
১২৩. বঙ্গবন্ধুর কেন ভীষণ প্যালপিটেশন হয়?
ক হার্টের দুর্বলতার জন্য খ ভয়ভীতি জন্মানোর জন্য
গ বন্দি করার জন্য ঘ স্ত্রী কন্যা ছেলের জন্য

ঙ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর :

১২৪. অনশন ভাঙার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করলেন—
i. সুপারিনটেনডেন্ট ii. ডেপুটি জেলার iii. জেলার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
১২৫. মোখলেসুর রহমান সাহেব ছিলেন
i. অমায়িক ii. ভদ্র iii. শিক্ষিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii
১২৬. জমাদার সাহেব হাজির হলেন—
i. মালপত্র নিয়ে ii. কাপড়চোপড় নিয়ে
iii. টাকা-পয়সা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ ii ও iii
১২৭. জেল থেকে স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে—
i. আর্মড পুলিশ ii. র‍্যাব iii. আইবি অফিসার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i ও iii
১২৮. বেলুচি সুবেদার ভদ্রলোক বঙ্গবন্ধুকে খুবই—
i. ভয় পেতেন ii. ভালোবাসতেন iii. শ্রদ্ধা করতেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ i, ii ও iii
১২৯. কীসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মরণেও শান্তি আছে?
i. অন্যায় ii. অত্যাচার iii. শাসকের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ i ও ii ঘ i, ii ও iii
১৩০. নাক দিয়ে জোর করে খাওয়ানোর ফলে বঙ্গবন্ধুর নাকে—
i. ঘা হয়েছিল ii. রক্ত আসছিল iii. পুঁজ আসছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i ও ii
১৩১. বঙ্গবন্ধুর দেখতে কিছুসংখ্যক সহকর্মী আসল—
i. গোপালগঞ্জ ii. বরিশাল iii. খুলনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩২. ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে বছরের পর বছর জেল খাটতে হচ্ছে—
i. বঙ্গবন্ধুকে ii. তার সহকর্মীদের iii. সাধারণ জনগণের
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii গ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

চ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর :

- অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩৩ প্রশ্নের উত্তর দাও :
- আর্ট গার্মেন্টের শ্রমিকরা বেতন ভাতার দাবিতে আন্দোলন করলে পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করে। এতে শ্রমিক নেতারা অনশন ধর্মঘট পালন করেন। আর্ট গার্মেন্টের বেতনভাতার দাবির সাথে ‘বায়ান্নর দিনগুলো’র কোন আন্দোলনের মিল রয়েছে?
- ক রাষ্ট্রভাষা খ দাবি আদায়
গ গণতন্ত্র রক্ষা ঘ তত্ত্বাবধায়ক সরকার
১৩৩. শ্রমিক নেতার অনশনের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে—
i. শেখ মুজিবের ii. মহিউদ্দিনের iii. খান সাহেবের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i গ iii ঘ i ও ii ঘ i, ii ও iii
- অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩৪ ও ১৩৫ প্রশ্নের উত্তর দাও :
- জেম ফ্যাশনের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে অনশনকারীদের পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এরপর বিশেষ শ্রমিক নেতাদের অন্য থানায় স্থানান্তর করে।
১৩৪. উদ্দীপকের বিশেষ শ্রমিকের সাথে প্রবন্ধের মিল রয়েছে—
ক বঙ্গবন্ধুর খ তর্কবাগীশ
গ ওসমান খান ঘ ভাসানী
১৩৫. অন্য থানায় স্থানান্তর প্রবন্ধে কোথায় স্থানান্তর করা হয়?
ক গোপালগঞ্জ খ সিরাজগঞ্জ গ ফরিদপুর ঘ মাদারীপুর

- অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩৬ ও ১৩৭ প্রশ্নের উত্তর দাও :
- গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনে আটককৃতরা মুক্তির দাবিতে অনশন করলে কারা-কর্তৃপক্ষ তাদেরকে নাকের ভেতর নল ঢুকিয়ে খাবার খাওয়ায়।
১৩৬. উদ্দীপকের অনশনকারীরা ‘বায়ান্নর দিনগুলো’র কাদের প্রতিনিধিত্ব করে?
i. বঙ্গবন্ধু ii. তর্কবাগীশ iii. মহিউদ্দিন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii গ i ও iii ঘ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
১৩৭. উদ্দীপকের নাকের ভেতর দিয়ে খাবার খাওয়ানোর বিষয়টি দ্বারা প্রবন্ধে কার নাকের ভেতর যা হয়ে যায়?
ক মহিউদ্দিনের খ বঙ্গবন্ধুর
গ তর্কবাগীশের ঘ খান সাহেবের
- অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৩৮ ও ১৩৯ প্রশ্নের উত্তর দাও :
- দাবি আদায় করতে গিয়ে ন্যাশনাল ফেব্রিক্সের শ্রমিকরা মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলে গুলি ছোঁড়। শহিদ হয় বেশ কয়েকজন। ফলে আন্দোলন আরো চরমে ওঠে।
১৩৮. উদ্দীপকের মিছিলের সাথে কোন মিছিলের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক ২১ ফেব্রুয়ারির খ ১৪ আগস্ট ২০০৮
গ ৬ নভেম্বর ১৯৬৯ ঘ ২৫ মার্চ ১৯৭১
১৩৯. উদ্দীপকের কোন কারণে আন্দোলন আরো চরম আকার ধারণ করে?
ক দাবি আদায় খ মিছিলে গুলি
গ ন্যাশনাল ফেব্রিক্স ঘ পুলিশ

➡ রিভিশন অংশ (Revision)

আলোচ্য অংশে জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য বাড়ির কাজ, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা, জ্ঞানমূলক এবং অনুধাবনমূলক আরও কিছু প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। এ অংশটি অনুশীলনের মাধ্যমে পরীক্ষার চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও Revision সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

➡ বাড়ির কাজ

- শাসকরা পদে পদে ভুল করতে থাকলে তাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়— ‘বায়ান্নর দিনগুলো’র আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- রাজবন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর অনশন ধর্মঘট করার যৌক্তিকতা তুলে ধর।
- রাজবন্দিদের স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ‘মরতে দেবনা’—কথাটি বিশ্লেষণ কর।
- ‘বায়ান্নর দিনগুলো’র আলোকে বঙ্গবন্ধুর স্নেহশীল পিতৃত্বের বর্ণনা দাও।

➡ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা

- ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন হয়।
- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।
- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।
- ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব দেশে ফেরেন।
- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাহাদত বরণ করেন।
- ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ভাষা-আন্দোলনের মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়।

টেস্ট বুক অ্যানালাইসিস

ক জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহিউদ্দিন সাহেব কিসের জন্য প্রস্তুত হছিলেন?
উত্তর: জেলের ভেতর অনশন ধর্মঘট করার জন্য প্রস্তুত

হছিলেন।

২. জেলের সুপারিনটেনডেন্টের নাম কী?
উত্তর: আমীর হোসেন।
৩. মোখলেসুর রহমান কোন পদে চাকরি করতেন?

- উত্তর: ডেপুটি জেলার পদে।
৪. কোন আমলা খুবই লেখাপড়া করতেন?
- উত্তর: ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান।
৫. ঢাকা থেকে শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিনকে কোন জেলে পাঠানো হয়?
- উত্তর: ফরিদপুর জেলে।
৬. সুবেদার কোথাকার ছিল?
- উত্তর: সুবেদার ছিলেন একজন বেলুচি ভদ্রলোক।
৭. ‘ইয়ে কেয়াবাত হ্যায়, আপ জেলখানা মে’-এর উত্তরে শেখ মুজিব কী বলেছিলেন?
- উত্তর: তিনি বলেছিলেন ‘কিসমত’।
৮. প্রবন্ধে কোন পার্কের কথা উল্লেখ আছে?
- উত্তর: ভিক্টোরিয়া পার্ক।
৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কয়টি চিঠি লিখেছিলেন?
- উত্তর: চারটি চিঠি লিখেছিলেন।
১০. বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কারা ফতোয়া দিতেন?
- উত্তর: মওলানা সাহেবরা বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতেন।
১১. জেলের ভিতর দুজন কী জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন?
- উত্তর: অনশন ধর্মঘট পালন করার জন্য।
১২. দুজন আলোচনা করে কী ঠিক করেছিলেন?
- উত্তর: যাই হোক না কেন, তারা অনশন ভাঙবেন না।
১৩. মোখলেসুর রহমান সাহেব কোন দায়িত্বে ছিলেন?
- উত্তর: রাজবন্দিদের ডেপুটি জেলার।
১৪. সরকার বছরের পর বছর রাজবন্দিদের কীভাবে আটক রাখছে?
- উত্তর: বিনা বিচারে আটক রাখছে।
১৫. মোখলেসুর রহমান সাহেব কেমন লোক ছিলেন?
- উত্তর: খুবই অমায়িক, ভদ্র ও শিক্ষিত লোক ছিলেন।
১৬. ‘বায়ানুর দিনগুলো’ রচনায় উল্লেখকৃত কে খুব লেখাপড়া করতেন?
- উত্তর: মোখলেসুর রহমান সাহেব।
১৭. কত তারিখ সকালবেলা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল গেটে নিয়ে যাওয়া হলো?
- উত্তর: ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা।
১৮. বঙ্গবন্ধুর মালপত্র, কাপড়-চোপড় ও বিছানা নিয়ে কে হাজির হয়েছিল?
- উত্তর: জমাদার সাহেব।
১৯. কী চাপা থাকে না?
- উত্তর: খবর চাপা থাকে না।
২০. ঢাকা জেল থেকে বঙ্গবন্ধুকে কোন জেলে পাঠানো হয়েছিল?
- উত্তর: ফরিদপুর জেলে পাঠানো হয়েছিল।
২১. দিনের বেলায় কয়টায় নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজ ছাড়ে?
- উত্তর: বেলা এগারোটায়।
২২. কে রওনা দিতে দেরি করছিলেন?
- উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
২৩. দেরি করতে করতে বঙ্গবন্ধু কয়টা বাজিয়ে দিলেন?

- উত্তর: দশটা বাজিয়ে দিলেন।
২৪. আর্মড পুলিশের সুবেদার পাকিস্তান হওয়ার সময় কোথায় ছিলেন?
- উত্তর: গোপালগঞ্জে ছিলেন।
২৫. কে বঙ্গবন্ধুকে খুবই ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন?
- উত্তর: আর্মড পুলিশের সুবেদার সাহেব।
২৬. আর্মড পুলিশের সুবেদার সাহেব বঙ্গবন্ধুকে কার বিপক্ষে কাজ করতে দেখেছেন?
- উত্তর: পাকিস্তানের বিপক্ষে।
২৭. বঙ্গবন্ধুদের নারায়ণগঞ্জের কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো?
- উত্তর: নারায়ণগঞ্জের থানায়।
২৮. নারায়ণগঞ্জে বঙ্গবন্ধু কাকে খবর দিতে বললেন?
- উত্তর: শামসুজ্জোহা সাহেবকে খবর দিতে বললেন।
২৯. ‘বায়ানুর দিনগুলো’ রচনায় উল্লেখকৃত কার বাড়ি সকলেই চেনে?
- উত্তর: খান সাহেব ওসমান আলী সাহেবের বাড়ি।
৩০. ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রোডের উপরে নতুন কী হয়েছে?
- উত্তর: একটা হোটেল হয়েছে।
৩১. কতজন কর্মী নিয়ে জোহা সাহেব বসেছিলেন?
- উত্তর: আট-দশজন কর্মী নিয়ে।
৩২. কাদের ত্যাগ ও তিতিস্কার কথা কোনো রাজনৈতিক কর্মী ভুলতে পারে না?
- উত্তর: নারায়ণগঞ্জের কর্মীদের।
৩৩. কোন তারিখে নারায়ণগঞ্জে পূর্ণ হরতাল হয়?
- উত্তর: ২১ শে ফেব্রুয়ারি।
৩৪. কাকে বিশ্বাসের ব্যাপারে নেতারা বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করলেন?
- উত্তর: মহিউদ্দিন সাহেবকে।
৩৫. মানুষকে কী দিয়ে জয় করা যায়?
- উত্তর: ব্যবহার, ভালোবাসা ও প্রীতি দিয়ে।
৩৬. মানুষকে কী দিয়ে জয় করা যায় না?
- উত্তর: অত্যাচার, জুলুম ও ঘৃণা দিয়ে।
৩৭. নারায়ণগঞ্জের সহকর্মীরা কতক্ষণ অপেক্ষা করল?
- উত্তর: জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত।
৩৮. নারায়ণগঞ্জ থেকে ছেড়ে এসে জাহাজ কোন ঘাটে ভিড়ল?
- উত্তর: গোয়ালন্দ ঘাটে ভিড়ল।
৩৯. বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযাত্রীরা কখন ফরিদপুর পৌঁছলেন?
- উত্তর: রাত চারটায় ফরিদপুর পৌঁছলেন।
৪০. বঙ্গবন্ধু কাকে তাঁর নাম বললেন?
- উত্তর: চায়ের দোকানের মালিককে।
৪১. ফরিদপুরের আওয়ামী লীগের কর্মীর নাম কী ছিল?
- উত্তর: মহিউদ্দিন।
৪২. ১৯৪৬ সালের ইলেকশনে বঙ্গবন্ধু ফরিদপুরে কী ছিলেন?
- উত্তর: ওয়ার্ডার ইনচার্জ ছিলেন।
৪৩. ফরিদপুরে আওয়ামী লীগ কর্মী মহির সাথে আলাপ করতে কে নিষেধ করেছিল?
- উত্তর: আইবি’র লোক নিষেধ করেছিল।

৪৪. বজ্রবন্ধু ও তাঁর সহবন্দি তাড়াতাড়ি ওষুধ খেলেন কেন?
উত্তর: পেট পরিষ্কার করার জন্য।
৪৫. অনশন শুরু করার কতদিন পর বজ্রবন্ধু ও তাঁর সহবন্দিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো?
উত্তর: দু'দিন পর।
৪৬. মহিউদ্দিন সাহেব যে-রোগে ভুগছিলেন সেটা কী?
উত্তর: পুরিসিস।
৪৭. কত দিন পরে নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করল?
উত্তর: চারদিন পরে।
৪৮. বজ্রবন্ধুর নাকে কী ছিল?
উত্তর: একটা ব্যারাম ছিল।
৪৯. অনশন শুরু করার কত দিন পরে বজ্রবন্ধু ও তাঁর সহবন্দি বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন?
উত্তর: পাঁচ-ছয় দিন পরে।
৫০. ২১শে ফেব্রুয়ারি বজ্রবন্ধু ও তাঁর সহবন্দি কীভাবে দিন কাটালেন?
উত্তর: উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে।
৫১. ছাত্রছাত্রীরা শোভাযাত্রা করে জেল গেটে এসে কী দিচ্ছিল?
উত্তর: বিভিন্ন ফ্লোগান দিচ্ছিল।
৫২. ১৪৪ ধারা দিলেই কী হয়?
উত্তর: গোলমাল হয়।
৫৩. ছাত্রছাত্রী এক জায়গায় হয়ে কী করে?
উত্তর: ফ্লোগান দেয়।
৫৪. মাতৃভাষা আন্দোলনে কোন জাতি রক্ত দিয়েছে?
উত্তর: বাঙালি জাতি রক্ত দিয়েছে।
৫৫. ২১শে ফেব্রুয়ারি কোথায় গুলি হয়েছিল?
উত্তর: ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের এরিয়ার ভিতরে।
৫৬. মানুষের পতন যখন আসে তখন কী হয়?
উত্তর: পদে পদে ভুল হতে থাকে।
৫৭. উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলে কার মতো নেতাও বাধা না পেয়ে ফিরে যেতে পারেননি?
উত্তর: কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মতো নেতা।
৫৮. কার জনসমর্থন কোনোদিন বাংলাদেশে ছিল না?
উত্তর: খাজা নাজিমউদ্দিনের।
৫৯. কার বাড়ির ভিতরে ঢুকে ভীষণ মারপিট করা হয়েছে?
উত্তর: ওসমান আলী সাহেবের।
৬০. কোথায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে?
উত্তর: সমস্ত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে।
৬১. বজ্রবন্ধু ও তাঁর সহবন্দিকে সিভিল সার্জন সাহেব দিনের মধ্যে কতবার দেখতে আসতেন?
উত্তর: পাঁচ-সাতবার দেখতে আসতেন।
৬২. বজ্রবন্ধু তাঁর লেখা চিঠি চারখানা ফরিদপুরে কার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছিলেন?
উত্তর: এক আত্মীয়ের কাছে।
৬৩. বজ্রবন্ধুর চোখের সামনে কাদের চেহারা ভাসছিল?
উত্তর: তাঁর বাবা-মা ও ভাই-বোনদের চেহারা ভাসছিল।

৬৪. কার দুনিয়ায় কেউ নেই?
উত্তর: বজ্রবন্ধুর সহধর্মিণী রেণুর।
৬৫. কার ফরিদপুরে কেউ নেই?
উত্তর: বজ্রবন্ধুর সহবন্দি মহিউদ্দিন সাহেবের।
৬৬. মহিউদ্দিন সাহেবের বাড়ি কোথায়?
উত্তর: বরিশালে।
৬৭. কী মারফত বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির অর্ডার এসেছিল?
উত্তর: রেডিওগ্রাম মারফত।
৬৮. জেলে কে বজ্রবন্ধুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন?
উত্তর: মহিউদ্দিন সাহেব।
৬৯. বজ্রবন্ধুকে কে ডাবের পানি খাইয়ে অনশন ভঙ্গ করান?
উত্তর: বজ্রবন্ধুর সহবন্দি মহিউদ্দিন সাহেব।
৭০. কে জেলে আসার পূর্বদিন পর্যন্ত মুসলিম লীগের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন?
উত্তর: বজ্রবন্ধুর সহবন্দি মহিউদ্দিন সাহেব।
৭১. রাজনীতিতে কী দেখা গেছে?
উত্তর: রাজনীতিতে দেখা গেছে একই দলের লোকের মধ্যে মতবিরোধ হলে দুশমনি বেশি হয়।
৭২. 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনা অনুসারে কার সহ্যশক্তি খুব বেশি?
উত্তর: বজ্রবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পিতার।
৭৩. বজ্রবন্ধুকে কীভাবে ফরিদপুর জেল গেটে নিয়ে যাওয়া হলো?
উত্তর: স্ট্রেচারে করে।
৭৪. জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বজ্রবন্ধু কার বাড়িতে উঠলেন?
উত্তর: আলাউদ্দিন খান সাহেবের বাড়িতে।
৭৫. বজ্রবন্ধুকে দেখতে কে রাস্তায় চলে এসেছিলেন?
উত্তর: বজ্রবন্ধুর এক ফুফু।
৭৬. বজ্রবন্ধুর ফুফুবাড়ি কোন গ্রামে?
উত্তর: নূরপুর গ্রামে।
৭৭. বজ্রবন্ধুর বড় বোনের বাড়ি কোথায়?
উত্তর: মাদারীপুরের দণ্ডপাড়ায়।
৭৮. বজ্রবন্ধুর মুক্তির খবর পেয়ে কোন ঘাটে কর্মীরা বসেছিল?
উত্তর: সিন্ধিয়াঘাটে।
৭৯. বজ্রবন্ধুর ভাই খবর পেয়ে কোথেকে রওনা হলেন?
উত্তর: খুলনা থেকে।
৮০. বজ্রবন্ধু মুক্তি পাওয়ার কত দিন পর বাড়ি পৌঁছেছিলেন?
উত্তর: পাঁচদিন পর।
৮১. বজ্রবন্ধুর গলা ধরে তার জ্যেষ্ঠ কন্যা হাসু বা হাসিনা প্রথমেই কী বলল?
উত্তর: “আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।”
৮২. বজ্রবন্ধুর পরিবার ২১শে ফেব্রুয়ারিতে কোথায় ছিল?
উত্তর: ঢাকায়।
৮৩. কে বজ্রবন্ধুকে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন?
উত্তর: বজ্রবন্ধুর সহধর্মিণী।
৮৪. বজ্রবন্ধুকে দেখতে সহকর্মীরা কোন কোন জায়গা থেকে এসেছিল?

উত্তর: গোপালগঞ্জ, খুলনা ও বরিশাল থেকে।

৮৫. কে মাঝে মাঝে খেলা ফেলে এসে বজাবন্ধুকে ‘আব্বা’ ‘আব্বা’ বলে ডাকে?

উত্তর: বজাবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা হাসু বা হাসিনা।

৮৬. বজাবন্ধু যখন জেলে যান তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কামালের বয়স কত ছিল?

উত্তর: মাত্র কয়েক মাস।

৮৭. কে বজাবন্ধুর গলা ধরে পড়ে রইল?

উত্তর: বজাবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র কামাল।

৮৮. বজাবন্ধুর মতে কয়শ’ বছর পরে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম?

উত্তর: দুইশ’ বছর পরে।

৮৯. কবে থেকে গ্রামের লোকজন বুঝতে আরম্ভ করেছে যে, যারা শাসন করছে তারা জনগণের আপনজন নয়?

উত্তর: ১৯৫২ সাল থেকে।

খ অনুধাবনমূলক প্রশ্নোত্তর

১. শেখ মুজিবুর রহমান অনশন ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?

উত্তর : বিনা বিচারে রাজনীতিবিদদের জেলে আটকে রাখার প্রতিবাদস্বরূপ শেখ মুজিবুর রহমান অনশন ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ভাষা-আন্দোলনে বহু নেতা-কর্মী আটক হয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। প্রায় সাতাশ-আটাশ মাস তাঁকে বিনা বিচারে জেলবন্দি করে রাখা হয়। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি ও মহিউদ্দিন সাহেব অনশন শুরু করেন। হয় মুক্তি না হয় মৃত্যু। এ ছিল তাঁদের চিন্তা। অবশেষে তাঁরা অনশন শুরু করলেন।

২. “ইয়ে ক্যায়া বাথ হ্যায়, আপ জেলখানা মে’ কে, কেন বলেছিলেন?

উত্তর : সুবেদার বেলুচি ভদ্রলোক বজাবন্ধুকে আগে থেকে চিনতেন বলে একথা বলেছিলেন।

বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে নেয়ার সময় আর্মড পুলিশের সুবেদার তাকে চিনে ফেলেন। কেননা, পাকিস্তান হওয়ার সময় সুবেদার গোপালগঞ্জে ছিলেন। তিনি ছিলেন বেলুচি ভদ্রলোক। শেখ মুজিবকে বেশ ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন। পূর্ব পরিচিত হওয়ায় তিনি তাঁকে প্রশ্নটি করেন এবং বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উত্তর দেন “কিসমত”। এরপর তাঁদের ঘোড়ার গাড়িতে তুলে নারায়ণগঞ্জ লঞ্চঘাটে ফরিদপুরের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়।

৩. ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ নেয়ার পথে শেখ মুজিব গাড়িতে উঠতে-নামতে দেরি করছিলেন কেন?

উত্তর : শেখ মুজিবুর রহমান এজন্য দেরি করছিলেন যে, যদি কোনো পরিচিত লোককে দেখা যায় তবে তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা জানাবেন।

বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহিউদ্দিন সাহেবকে

ঢাকা জেলখানা থেকে ফরিদপুর নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সকাল এগারোটায় নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চ উঠতে হবে। তাই আমলারা তাড়াতাড়ি করছিল। অথচ বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বই, খাতা, ব্যাগ ইত্যাদি গোছাতে এবং ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামতে ও ট্যাঙ্কিতে উঠতে দেরি করছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যদি পরিচিত কোনো লোক পাওয়া যায় তবে তার কাছে সব খবরাখবর পাঠানো যাবে।

৪. “দুঃখ আমার নেই”-শেখ মুজিব কেন একথা বললেন?

উত্তর : অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মরতে বজাবন্ধুর কোনো দুঃখ নেই বলে তিনি প্রশ্নোক্ত উদ্ঘৃতিটি করেছেন।

ঢাকা থেকে ফরিদপুর নেয়ার সময় নারায়ণগঞ্জ লঞ্চঘাটে যখন জাহাজে উঠলেন তখন আওয়ামী নেতাকর্মী শেখ মুজিবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। জাহাজ ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে তিনি সহকর্মীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, “জীবনে আর নাও দেখা হতে পারে।” এরপর সকলের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বললেন, “মরতে তো একদিন হবেই যদি অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে মরতে পারি তবে সে মৃত্যু হতে আমার কোনো দুঃখ নেই।”

৫. বজাবন্ধুকে নাকের ভেতর নল দিয়ে খাবার খাওয়ানো হচ্ছিল কেন?

উত্তর : অনশনরত মুজিব যেন মারা না যায় সেজন্য তাঁকে নাকের ভেতর নল দিয়ে তরল খাবার খাওয়ানো হচ্ছিল। অনশন করার পূর্বে শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন সাহেব ওষুধ খেয়ে পেট পরিষ্কার করে নিলেন। এরপর অনশন শুরুর দুদিনের মাথায় তাদেরকে হাসপাতালে নিতে হয়। চারদিন চলে গেলে অবস্থা আরো নাজুক হয় এবং দুজনই মুমূর্ষু হয়েপড়েন। ফলে কোনো উপায়ান্তর না দেখে চিকিৎসকরা নাকের মধ্যে নল ঢুকিয়ে তরল খাবার খাইয়েছিলেন। এজন্য বজাবন্ধুর নাকের ভেতর ঘা হয়ে গিয়েছিল।

৬. বজাবন্ধু ও তার সহবন্দি মহিউদ্দিন সাহেব অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিলেন কেন?

উত্তর : ক্ষমতাসীন সরকারের অন্যায় ও নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে বজাবন্ধু ও তাঁর সহবন্দি মহিউদ্দিন সাহেব অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিলেন।

বজাবন্ধু ও তাঁর সহবন্দি মহিউদ্দিন সাহেব ছিলেন রাজবন্দি। সরকারের স্বৈরাচারী শাসন, জুলুম ও অন্যায় কাজের প্রতিবাদে তাঁদের বন্দি হতে হয়েছে। অথচ সরকার তাঁদের বছরের পর বছর বিনা বিচারে আটক রাখছে। সরকারের এমন অন্যায় ও নির্যাতনমূলক কাজের প্রতিবাদ করার জন্যই তাঁরা অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিলেন।

৭. জেলের কর্তা-ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বজাবন্ধু ও তাঁর সহবন্দির বলার কিছু নেই কেন?

উত্তর : জেলের কর্তা-ব্যক্তির অমায়িক, ভদ্র, শিক্ষিত এবং কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহবন্দি সরকারের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিলে জেলা সুপারিনটেনডেন্ট এবং রাজবন্দিদের ডেপুটি জেলার তাঁদেরকে এ সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসার অনুরোধ করেন। জবাবে বঙ্গবন্ধু বলেন, জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের বলার কিছু নেই। জেলের কর্তা-ব্যক্তিদের সাথে তাদের কখনো মনোমালিন্য হয়নি। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর বন্ধু উভয়ে জানেন, সরকারের হুকুমেই জেলের কর্তা-ব্যক্তিদের চলতে হয়। তাছাড়া তাদের অমায়িক, ভদ্র ও শিক্ষিত আচরণও বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহবন্দিদের।

৮. বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহবন্দিদের অন্য জেলে পাঠানোর কারণ কী?

উত্তর : ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহবন্দিদের অন্য জেলে পাঠায়।

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহবন্দি মহিউদ্দিন সাহেবকে বছরের পর বছর বিনাবিচারে আটক রেখেছে। সরকারের এ অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহবন্দি অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন। রাজধানী শহর ঢাকার কেন্দ্রীয় জেলের এমন একটি ব্যাপার মুহূর্তে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লে জন-অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে। জন-অসন্তোষ ও বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে সরকার তাই ঢাকার বাইরের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের জেলে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহবন্দিদের পাঠায়।

৯. ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে রওনা হতে বঙ্গবন্ধুদের করলেন কেন?

উত্তর : নারায়ণগঞ্জের সকাল বেলার জাহাজে ওঠা বাতিল করে তাঁদের ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে গমনের বিষয়টি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জানানোর প্রয়োজনে।

কর্তৃপক্ষ বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহবন্দি মহিউদ্দিন সাহেবকে আকস্মিক ও অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধু জেল থেকে রওনা করতে দেরি করতে লাগলেন। কেননা নারায়ণগঞ্জ থেকে বেলা ১১টার জাহাজে ওঠা এড়াতে পারলে রাত ১টায় পরবর্তী জাহাজ। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর কাছে তাঁর ঢাকা থেকে ফরিদপুর বদলি হওয়ার খবরটি পৌঁছে দিতে পারবেন।

১০. আর্মড পুলিশের সুবেদার বঙ্গবন্ধুকে খুবই ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত কেন?

উত্তর : পাকিস্তান আন্দোলন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য আর্মড পুলিশের সুবেদার বঙ্গবন্ধুকে খুবই ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একজন প্রথম সারির কর্মী। আর্মড

পুলিশের সুবেদার একজন বেগুটি ভদ্রলোক। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালীন তিনি গোপালগঞ্জে ছিলেন। গোপালগঞ্জকে পাকিস্তানভুক্ত করতে মুসলিম লীগের একজন প্রথম সারির কর্মী ও তরুণ নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার জন্য আর্মড পুলিশের সুবেদার বঙ্গবন্ধুকে খুবই ভালোবাসত এবং শ্রদ্ধা করত।

১১. বঙ্গবন্ধু ট্যাক্সিওয়ালাকে বেশি জোরে চালাতে নিষেধ করার মূল কারণ কী?

উত্তর : মূলত পশ্চিমঘে চেনাজানা কোনো লোকের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার প্রত্যাশায় বঙ্গবন্ধু ট্যাক্সিওয়ালাকে জোরে চালাতে নিষেধ করলেন।

বঙ্গবন্ধু চাইছিলেন কোনো প্রকারে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছে তাঁর ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে আকস্মিক বদলি এবং তাঁদের অনশন ধর্মঘটের খবরটি পৌঁছে দিতে। ঢাকা জেল থেকে ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত এসেও সে কাজটি তিনি করতে পারেননি। আশা ছিল রাস্তায় কোনো চেনাজানা লোককে পেলে তিনি খবরটি পৌঁছে দিতে সমর্থ হবেন। এ কারণে রাস্তায় তিনি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা বড় বেশি জোরে চালাচ্ছিল। সে কারণে বঙ্গবন্ধু কৌশল করে ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেন, “বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।”

১২. বঙ্গবন্ধু রাতে হোটেলে খেতে গেলেন কেন?

উত্তর : নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে রাজনৈতিক আলাপের প্রয়োজনে বঙ্গবন্ধু রাতে হোটেলে খেতে গেলেন।

বঙ্গবন্ধুর খবর পেয়ে নারায়ণগঞ্জের শামসুজ্জোহা সাহেব, বজলুর রহমান, আলমাস আলীসহ অনেকেই থানায় এসেছিলেন। কিন্তু তাদের থানায় বেশিক্ষণ অবস্থান করতে দেয়া হয়নি। এমতাবস্থায় বঙ্গবন্ধু আশু-রাজনৈতিক আলাপ ও কর্মকৌশল ঠিক করতে নারায়ণগঞ্জের নেতৃবৃন্দকে রাতে কোনো হোটেলে দেখা করতে বললেন। পরিকল্পনা অনুসারে বঙ্গবন্ধু রাতে হোটেলে খেতে গেলেন।

১৩. নানা নির্যাতন, নিপীড়ন এমনকি মরণেও কেন বঙ্গবন্ধুর দুঃখ নেই?

উত্তর : অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নানা নির্যাতন, নিপীড়ন এমনকি মরণেও বঙ্গবন্ধুর দুঃখ নেই বলে তিনি নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জানান। রাত ১টার সময় বঙ্গবন্ধু নারায়ণগঞ্জের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী সকলের কাছ থেকে বিদায় নেন। এ সময় তিনি বলেন, জীবনে আর দেখা না হতেও পারে। তাই সকলে যেন তাকে ক্ষমা করে দেয়। এরপর তিনি আরও বলেন, একদিন মরণেই হবে, তাই তার কোনো দুঃখ নেই। কেননা, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে মরার মধ্যে শান্তি আছে। তাই অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নানা নির্যাতন, নিপীড়ন, এমনকি মরণেও বঙ্গবন্ধুর দুঃখ নেই।

১৪. বঙ্গবন্ধু তাঁর ফরিদপুর জেলে আসার কথা কীভাবে ফরিদপুরের সহকর্মীদের কাছে পৌঁছালেন?

উত্তর : মহিউদ্দিন ওরফে মহি নামের এক আওয়ামী লীগ কর্মীর মারফত বঙ্গবন্ধু তাঁর ফরিদপুর জেলে আসার কথা ফরিদপুরের সহকর্মীদের কাছে পৌঁছালেন।

সকালে নাশতা করতে বাইরের এক চায়ের দোকানে গিয়েও বঙ্গবন্ধু ফরিদপুরের পরিচিত কাউকে দেখতে পেলেন না। জেলের দিকে ফেরার সময় ফরিদপুরের ১৯৪৬ সালের ইলেকশনের সময় বঙ্গবন্ধু মুসলিম লীগের ওয়ার্ডার ইনচার্জ ছিলেন, সে সময়কার মহিউদ্দিন ওরফে মহি নামের এক কর্মীকে সাইকেলযোগে কোথাও যেতে দেখলেন। বঙ্গবন্ধু তাকে নাম ধরে ডাকলেন। আইবি'র নিষেধ অগ্রাহ্য করে বঙ্গবন্ধু বর্তমান আওয়ামী লীগ কর্মী মহির মারফত তার ফরিদপুর জেলে আগমন এবং অনশনের কথা ফরিদপুরের সহকর্মীদের কাছে পৌঁছালেন।

১৫. বঙ্গবন্ধু আর তাঁর সহবন্দিকে জেল কর্তৃপক্ষ কীভাবে খাওয়াচ্ছিল?

উত্তর : বঙ্গবন্ধু আর তাঁর সহবন্দিকে জেল কর্তৃপক্ষ নাকের ভিতর নল দিয়ে জোর করে খাইয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু আর তাঁর সহবন্দি মহিউদ্দিন সাহেব দুজনের শরীর খারাপ হওয়ায় জেল-কর্তৃপক্ষ অনশন শুরুর চারদিন পর নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করল। নাকের ভিতর নল ঢুকিয়ে তা পেটের মধ্যে পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তারপর নলের মুখে একটা কাপের মতো লাগিয়ে দেয়। তাতে একটা ছিদ্র থাকে। সেই কাপের মধ্যে দুধের মতো পাতলা করে খাবার ঢেলে দেয়।

১৬. জেল কর্তৃপক্ষ হ্যাডকাফ পরানোর লোকজন নিয়ে আসে কেন?

উত্তর : জেল কর্তৃপক্ষের নাকের ভিতর নল দিয়ে জোর করে খাওয়ানোতে আপত্তি জানালে তারা হ্যাডকাফ পরানোর লোকজন নিয়ে আসে।

আগে থেকেই মহিউদ্দিন সাহেব পুরিসিস রোগে ভুগছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নাকেও একটা ব্যারাম ছিল। দু'তিনবার নল লাগানোর পরেই নাকে ঘা হয়ে গিয়েছিল। রক্ত আসত আর যন্ত্রণা হতো। এমতাবস্থায় তাঁরা দুজন নল দিয়ে খাবার গ্রহণে আপত্তি জানালে জেল কর্তৃপক্ষ হ্যাডকাফ পরানোর লোকজন নিয়ে আসে, বাধা দিলে হ্যাডকাফ পরিয়ে জোর করে খাওয়াবে বলে।

১৭. বঙ্গবন্ধু একজন কয়েদিকে দিয়ে গোপনে কেন কয়েক টুকরা কাগজ আনলেন?

উত্তর : চিঠি লেখার জন্য বঙ্গবন্ধু একজন কয়েদিকে দিয়ে গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনলেন।

অতিশয় দুর্বলতার কারণে বঙ্গবন্ধু বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলছিলেন। হার্টে ভীষণ প্যালপিটেশন হচ্ছিল। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল, দুহাত কাঁপছিল, তিনি ভাবলেন আর বেশিদিন আয়ু নেই। এমতাবস্থায় একান্ত প্রিয়জন পিতা-মাতা, স্ত্রী এবং রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে চিঠি মারফত কিছু

লেখার জন্য একজন কয়েদি মারফত গোপনে কয়েক টুকরা কাগজ আনালেন।

১৮. ২১শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহবন্দিদের উদ্দেশ্যে, উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটানোর কারণ কী?

উত্তর : নূরুল আমীন সরকারের ১৪৪ ধারা জারির কারণে ২১শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহবন্দি উদ্দেশ্যে, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে, ১৪৪ ধারা জারি করলেই গোলমাল হয়, জারি না করলে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। জেলখানার বন্দি জীবনে বঙ্গবন্ধু বা তাঁর সহবন্দি বাইরের কোনো খবরই পাচ্ছিলেন না। ঢাকা থেকে অনেক দূরের শহর ফরিদপুরেও হরতাল এবং নানা ক্লোগান সহকারে ছাত্রছাত্রীদের শোভাযাত্রা জেল গেটে আসছিল। এতে করে ঢাকার পরিস্থিতি চিন্তা করে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহবন্দি ২১শে ফেব্রুয়ারি উৎকণ্ঠায় কাটালেন।

১৯. বঙ্গবন্ধু ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রজনতার মিছিলে গুলি করাকে মুসলিম লীগ সরকারে বড় অপরিণামদর্শিতার কাজ বললেন কেন?

উত্তর : বঙ্গবন্ধু ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলি করাকে মুসলিম লীগ সরকারের বড় অপরিণামদর্শিতার কাজ বললেন। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা হলো বাংলা। সে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে অস্বীকার করায় পাকিস্তানি শাসকবর্গের প্রতি এদেশবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। দেশবাসীর নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদকে অসন্ত্রের মুখে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা যে বিরাট মূর্খতা ও আত্মঘাতীমূলক কাজ, সে বিষয়ে ইজ্জিত করে বঙ্গবন্ধু বললেন, মুসলিম লীগ সরকার কত বড় অপরিণামদর্শিতার কাজ করল। কেননা, জোর করে কোনো জাতির অনুভূতি, চেতনা ও জাগরণকে দাবিয়ে রাখা যায় না।

২০. ১৯৫২ সালে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের দমন-পীড়নের চিত্র তুলে ধর।

উত্তর : ১৯৫২ সালে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার দমন-পীড়ন চালাতে গিয়ে সমস্ত ঢাকায় ও নারায়ণগঞ্জে এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল।

ক্ষমতাসীন সরকার আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ এমএলএ, খয়রাত হোসেন এমএলএ, খান সাহেব ওসমান আলী এমএলএ এবং মোহাম্মদ আবুল হোসেন ও খন্দকার মোশতাক আহমদসহ শত শত ছাত্র ও কর্মীকে গ্রেফতার করেছিল। দু-একদিন পরে বেশ কয়েকজন প্রফেসর, মওলানা ভাসানী, শামসুল হক সাহেব ও বহু আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করে। নারায়ণগঞ্জে খান সাহেব ওসমান আলীর বাড়ির ভিতরে ঢুকে লোকজনকে ভীষণ মারপিট করে। বৃন্দ খান সাহেব ও তাঁর ছেলেমেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়।

২১. অনশনে মৃত্যু সম্পর্কে সিভিল সার্জনের জিজ্ঞাসার জবাবে

বঙ্গবন্ধুর প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বঙ্গবন্ধু দেশ ও জাতির জন্য তাঁর মৃত্যুতেও দুঃখ নেই বলে জানান।

অনশনে বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছে যান। এমতাবস্থায় সিভিল সার্জন বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, এভাবে মৃত্যুবরণ করে কি কোনো লাভ হবে? বাংলাদেশ যে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। সিভিল সার্জনের প্রশ্নের প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু বলেন, “অনেক লোক আছে। কাজ পড়ে থাকবে না। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তাদের জন্য। জীবন দিতে পারলাম, এই শান্তি।”

২২. ব্যাখ্যা কর— “হাসু আপা, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি?”

উত্তর : বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র কামাল তার বড় বোন হাসু বা হাসিনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। এ কথায় দীর্ঘদিন

না দেখা জন্মাদাতা পিতার অচেনা হয়ে যাওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে।

বঙ্গবন্ধু যখন কারাবন্দি হিসেবে জেলে যান তখন কামাল কয়েক মাসের শিশুমাত্র। দীর্ঘ সাতাশ-আটাশ মাস কারাজীবন শেষে বঙ্গবন্ধু বাড়ি ফিরলে কন্যা হাসু তাঁকে চিনলেও পুত্র কামালের কাছে তিনি অপরিচিতজন। একদিন দুই ভাই-বোন খেলার সময় হাসু কিছুক্ষণ পরপর খেলা রেখে বঙ্গবন্ধুর কাছে এসে ‘আব্বা’ বলে ডাকছিল। কামাল তৃষ্ণার্ত নয়নে চেয়ে দেখছিল। একপর্যায়ে কামাল তার বড় বোনকে উদ্দেশ্য করে বলল, “হাসু আপা, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি?” এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু পরবর্তীতে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেছিলেন, নিজের ছেলেও অনেকদিন না দেখলে ভুলে যায়।

➡ পরীক্ষা-প্রস্তুতি যাচাই অংশ (Assesment)

☞ সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন : ১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এ খবর পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত হলে ছাত্ররা সরকারবিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এর ফলে ছাত্রদের ওপর পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড় ও নির্যাতন নেমে আসে।

- ক. বঙ্গবন্ধুকে কত তারিখে মুক্তি দেয়া হয়েছে? ১
- খ. অনশনকারীরা বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার মিলগুলো তুলে ধর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে সরকার বিরোধী যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে তা ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

- ক. বঙ্গবন্ধুকে ২৭ তারিখে মুক্তি দেয়া হয়েছে।
- খ. অনশনকারীদের শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়ায় তাঁরা বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।
অনশন শুরু করার দুই দিন পর থেকে অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। আর চার দিন পর তাঁদের অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায় তাঁদের জোর করে নাকের ভিতর নল ঢুকিয়ে দুধের মতো পাতলা খাবার খাওয়ানো হয়। এভাবে দিনের পর দিন অনশন করায় তাঁদের শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেন।

☞ টিপস :

- গ. ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনায় বঙ্গবন্ধুকে আটকে রাখার কারণে সাধারণ মানুষ-যে প্রতিবাদ করেছে তার সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে- ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. উদ্দীপকে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধাচারণ প্রকাশ পেয়েছে এবং এ সরকারের বিরোধিতা ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রেও পাওয়া যায়- বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন : ২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তোমার রাইফেল থেকে বেরিয়ে আসছে জীবন তুমি দাও থরোথরো দীপ্ত প্রাণ বেয়েনেট নিহত লাশকে তোমার পায়ের শব্দে বাংলাদেশে ঘনায় ফাল্গুন আর ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এ-বিশ্বস্ত বাগানে এক সুরে গান গেয়ে ওঠে সাত কোটি বিপন্ন কোকিল।

- ক. ভাষা আন্দোলনের সময় সরকার কত ধারা জারি করেছিল? ১
- খ. ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছিল কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে একত্বের যে সুর বেজে ওঠেছে তা ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনার সমগ্রভাবকে ধারণ করেছে-তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

- ক. ভাষা-আন্দোলনের সময় সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছিল।
- খ. মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠার দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়।
পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের উপর নানা অন্যায় দাবি চাপাতে থাকে। এর ভেতর উল্লেখযোগ্য হলো উর্দু ভাষাকে বাংলা ভাষাভাষীর উপর চাপিয়ে দেয়া। কিন্তু বাঙালিরা এ অন্যায় দাবি মেনে নেয় নি। তাই তারা আন্দোলন শুরু করে। আর এ আন্দোলনের পথ ধরেই ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছিল।

☞ টিপস :

-
- গ. ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনায় ভাষা-আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। যা উদ্দীপকে সাতকোটি মানুষের ঐক্যের অনুরূপ।
- ঘ. ‘বায়ান্নর দিনগুলো’ রচনায় নিজ দেশের অধিকার আদায়ের প্রতি বাঙালির সাহসিকতা প্রকাশ পেয়েছে, উদ্দীপকে সে সাহসিকতার সুরই ফুটে উঠেছে— এ বিষয়টি আলোচনা কর।